



আত্ম চেতনায়
সত্য
জীবন

০৫
মাত্র

দেবদাস মুৎসুদ্দী



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante

আত্ম চেতনায়

“সত্য জীবন”

দেবদাস মুৎসুদ্দী

শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম ।

উত্তরসুরীদের পরিবর্তিত জীবন গঠনে সমর্পিত

ATMA CHETANAY

SATYA JIBON

(By Debdas Mutsuddi)

Mutsuddi

রচনা, প্রচ্ছদ অংকন ও পরিকল্পনা, রচয়িতা কর্তৃক
সম্পাদিত এবং সংরক্ষিত ।

আত্ম চেতনায় “সত্য জীবন”

প্রকাশনায়	:	শ্রীমতি রত্না রাণী বড়ুয়া (বকুল) শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
কম্পিউটার কম্পোজ	:	সুজন, রিগ্যান, রিংকি শাকপুরা, বাথুয়া, চট্টগ্রাম।
প্রকাশ কাল	:	শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা, ২৫ শে বৈশাখ, ১৪১৬ বাংলা, ৮ই মে, ২০০৯ ইংরেজী।
মুদ্রণে	:	অন্তিকা প্রেস, ১৮২, আল-ফাতেহ শপিং সেন্টার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
শুভেচ্ছা মূল্য	:	৪০.০০ টাকা
প্রাপ্তি স্থান	:	দিব্য হোমিও কেয়ার ৯৯, হেম সেন লেইন, চট্টগ্রাম।
		নালন্দা ১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

পিতা-মাতা স্মরণ

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সুবর্ণ মুৎসুদী
প্রয়াতা শ্রদ্ধেয়া নিরুপমা মুৎসুদী
প্রয়াত শ্রদ্ধেয় অমৃত লাল বড়ুয়া
প্রয়াতা শ্রদ্ধেয়া তরুলতা বড়ুয়া প্রমুখ
শ্রদ্ধাভাজনদের স্মরণে এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে—
পুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারবর্গ
শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম ।
বৈলতলী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম ।

নমো অমিতাভাশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ

শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ উক্ত ত্রিগুণের অধিকারী গুণে ‘বুদ্ধ’ বিশ্বের
প্রথম মানব পুত্র, অমিত আভায় পরিপূর্ণ ‘অমিতাভ’ ।

- * বুদ্ধ অবতার নয় মানব পুত্র আপন জ্ঞানে সর্বজ্ঞতায় সর্বোৎকৃষ্ট, তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ।
- * বুদ্ধ জীবন গঠন উপযোগী বিশুদ্ধ ধর্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রথম, তাই তিনি ‘জ্যেষ্ঠ’ । [বড়]
- * সহস্র সহস্র জীবন গঠন উপযোগী বিশুদ্ধ বাণী উদ্ভাবনায় বুদ্ধ অনুত্তর [বিশ্লেষিত জ্ঞান প্রভায় অদ্বিতীয়, সত্য এবং বিশুদ্ধ বাণীতে সিদ্ধ] তাই তিনি কনিষ্ঠ ।
- * প্রকৃতির গুণ প্রভায়, কঠোর সাধনায়, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনের গভীরতম মানব প্রেম করুণায়, মহাগুণে অমৃত জীবন গঠন নীতি- বুদ্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন অযুত ধারায় অন্তত ধর্ম পদের প্রথম দুই চারটি বাণী বাল্য জীবনে বাস্তব বিশ্লেষণে শিক্ষা দেওয়া উচিত আপন আপন গৃহ আদিনায় ।

বিজ্ঞানে সত্য নিবেদন :

প্রকৃতির শুভাশুভ শক্তি স্বয়ংক্রিয় কার্যকারণ ধারায় মানুষ, প্রাণী এবং সকল বস্তুতেই প্রভাবিত হইয়া রূপে, গুণে, মনে পরিবর্তন ঘটায়।

প্রকৃতির “সূক্ষ্ম গুণ শক্তির প্রভাব” মাতৃজঠরে প্রভাবিত হইয়া মহামানব বুদ্ধের মনোদ্রিয় শক্তিকে এত বেশী প্রজ্ঞাদীপ্ত করিয়াছিল যে, যেই “প্রজ্ঞালোক প্রভা” বুদ্ধের মনকে পবিত্র বোধের সঞ্জীবনীতে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উক্ত বোধের অঙ্কুর বা জ্ঞানবীজ হইতেই তো বুদ্ধাঙ্কুর। বুদ্ধাঙ্কুর বা বুদ্ধের জ্ঞানের উপাদান কল্পিত কোনও শক্তির আশীর্বাদে অথবা সৃষ্টিতে নহে, ইহা প্রকৃতির অদৃশ্য শুভ সূক্ষ্ম শক্তি প্রদত্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাত্মা স্বরূপ যাহা প্রকৃতিরই স্বয়ংক্রিয় প্রভাবে বুদ্ধের শোণিতে সংমিশ্রিত হইয়া বুদ্ধকে সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলময় মানবিক গুণে গঠিত করিয়াছিল।

প্রকৃতির শুভ জ্ঞান-প্রভালোকে বুদ্ধ এত দৃঢ়তা সম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি আপন প্রজ্ঞাগুণে প্রকৃতির পরিবর্তন সমূহ তিলে তিলে বিশ্লেষণ করিয়া কার্যকারণনীতি উদ্ভাবন করত বলিয়া উঠিয়াছিলেন “পাতা কেন হলুদ হয়, কেনইবা ঝরে, কেনইবা জরাজীর্ণ মানুষ অবশেষে মৃত্যুবরণ করে”। এইভাবে ‘প্রকৃতি’ সহস্র খেলা খেলিতেছে ক্ষণে, ক্ষণে, প্রকৃতির আলো বাতাস জল মৃত্তিকা কার্যকারণে সম্পৃক্ত হইয়া সৃষ্টির খেলা খেলিতেছে মহামিলনে। জন্ম, সৃষ্টিতে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুতে দৃশ্যমান বস্তুতে, প্রকৃতিরই সৃষ্ট অদৃশ্য বলয়ে আপন খুশিমত কার্যকরী হয়। সহস্র সহস্র বছর পূর্বের মানুষের কলুষিত অধার্মিক জীবন মহামানব বুদ্ধ তিলে তিলে করিয়া বিশ্লেষণ ধর্মরূপে বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত জীবন বোধনে করিতেন রূপায়ন। উহাদেরই কয়েকটি বাণী সংক্ষিপ্ত সূচিতে করিয়া বন্ধন বাস্তব বিশ্লেষণে করিয়াছি নিবেদন।

নিবেদনে-

দেবদাস মুৎসুদী

গ্রাম/ পো:
মধ্যম শাকপুরা
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।



১৫ বি, জামাল খান বাই লেইন
নর্থ অব ডি.সি.হিল
কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সুজ্ঞাত - সুকরণীয় :

বুদ্ধের ধর্ম মানবজীবন গঠনের বিশুদ্ধ ‘নীতিমালা’। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম সমূহের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন এবং মঙ্গলজনক।

মঙ্গল সমূহ :

১. বৌদ্ধ মন্দির বা বিহারাগুনকে ‘বুদ্ধবাণী’ শিক্ষা দিবার বিদ্যাপীঠ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারাই যুক্তিসঙ্গত।
২. বিহার অধ্যক্ষকে প্রধান করিয়া ভিক্ষু সংঘেরা বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত সংক্ষিপ্ত সূচিপত্রে বুদ্ধের বাণী সমূহ শিক্ষা দেওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। ধর্ম বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরও ধর্মশিক্ষা দিবার ভূমিকা পালন করিতে পারেন।
৩. বুদ্ধের ধর্ম বা জীবনদর্শনই হইবে মানবজীবন গঠন উপযোগী শিক্ষার বিষয় বস্তু। বয়সানুক্রমে সংক্ষিপ্তসারে জীবননীতি বা ধর্ম শিক্ষা দিতে পারিলে তবেই বাল্যকাল হইতে জীবন গঠন উপযোগী নীতিমালা গ্রহণ করিতে পারিবে।
৪. বুদ্ধ ধর্ম চর্চা অবাস্তব ভাব ও ভক্তির অন্ধবিশ্বাসে এবং শুধু পূজা সামগ্রী নিবেদনের মধ্যে সার্থক ধর্মের কাজ বা পুণ্য হইবে এইরূপ বিধান দেওয়া এবং মনে করা ইত্যাদি ধর্মচর্চার (শিক্ষার) আওতায় পড়েনা। এইরূপ বিধান দ্বারা সত্য জীবন গঠননীতি কখনও উপলব্ধ হয় না।
৫. বাল্যকাল হইতে মাত্র কিছু কিছু ‘ধর্মপদ’ এর বাণী মুখস্ত করিয়া যথার্থ বিশ্লেষণে যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাঁহারা কখনও বুদ্ধের ধর্মদর্শন পরিত্যাগ করত ‘কুপথে’ বা ‘মিথ্যা ভাববাদী’ ধর্ম মতে নিজেদেরকে বিসর্জন দিয়া দুঃখময় জীবন বরণ করিবেন না।

ঃ সূচি শরণিকা ঃ

বিষয়	—	পৃষ্ঠা নং
১. আমরা কেন বুদ্ধে নমি এবং স্মরণ করি	—	১
২. আমরা কেন ধর্মে নমি এবং শরণ করি	—	১
৩. আমরা কেন সংঘে নমি এবং শরণ করি	—	২
৪. সংঘ বন্দনা	—	২
৫. তিস্তু বন্দনা	—	২
৬. গৃহীদের দায়িত্ব	—	২
৭. ধর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা	—	২
৮. জীবন-জীবিকা, ধর্ম-অধর্ম, প্রমাদ-অপ্রমাদ	—	৩
৯. আত্ম শরণ ও ধর্ম শিক্ষা করিবার আহবান	—	৩
১০. বুদ্ধ এবং বাস্তব জীবন	—	৪
১১. কর্ম এবং অবাস্তব কর্মফল	—	৪
১২. মানুষ, বস্তু এবং প্রকৃতির কার্যকারণ	—	৬
১৩. ধর্ম শিক্ষা প্রসঙ্গে বুদ্ধের প্রশ্ন	—	৭
১৪. ধর্ম শিক্ষা প্রসঙ্গে বুদ্ধের উত্তর	—	৯
১৫. অবাস্তব ধর্ম চর্চা জীবনের অন্তরায়	—	১০
১৬. কম জানিয়া ধর্মানুকূল জীবন গঠন	—	১১
১৭. অধর্মের কুফল	—	১৩
১৮. ধর্মের সুফল	—	১৪
১৯. অধর্ম উৎপত্তি কিভাবে হইয়া থাকে	—	১৫
২০. ধর্ম রক্ষা প্রসঙ্গ (বা মনকে পবিত্র রাখা)	—	১৬
২১. অহিংসা পরম ধর্ম	—	১৭
২২. পঞ্চশীল (জীবন গঠনের প্রধান বিশেষিত নীতি) —	—	১৮
২৩. মঙ্গল সূত্রে জীবন গঠন	—	২১
২৪. “জন্ম” জন্মান্তর নয়	—	২৫
২৫. জন্ম রোধ প্রসঙ্গে বুদ্ধের বাণী	—	২৬
২৬. জন্ম রোধ প্রসঙ্গে বুদ্ধের উদাহরণ (২)	—	২৯
২৭. অনিত্য	—	৩১
২৮. দুঃখ	—	৩২
২৯. অনাত্মা-আত্মা	—	৩৪
৩০. নির্বাণ	—	৩৫

১। আমরা কেন বুদ্ধে নমি এবং স্মরণ করি :

আমার মুক্তির বাণী দিয়াছ তুমি,
তাইতো তোমাকে নমি নমি,
বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি ।
অন্যায় কুসংস্কার হইতে সংযত থাকিতে,
মুক্তির বাণী দিয়াছ তুমি আমাকে,
তাইতো তোমাকে নমি নমি,
বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি ।

এত জ্ঞান পেয়েছ কোথায় তুমি,
মানুষেরই সৃষ্ট অন্যায় কুসংস্কার পুষ্ট,
কলুষিত কু-আচরণ করিয়া বিশ্লেষণ,
তিলে তিলে তুমি, জ্ঞান করিছ অন্বেষণ,
নির্ধাতিত নিপীড়িত মানুষের সত্য জীবন করিতে গঠন,
তুমি প্রচার করিছ সহস্র সহস্র মহা মঙ্গলময় বাণী,
তুমি মহামানব মহাকারণিক,
আত্মদম্বহীন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী,
তাইতো তোমাকে নমি নমি,
বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি ।

২। আমরা কেন ধর্মে নমি এবং শরণ করি :

লোভ দ্বেষ, মোহে সংযত
অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী,
ন্যায়, নীতি, সত্য, পবিত্র,
বিশুদ্ধ বাণী ধর্মরূপে আমরা জানি
তাইতো দ্বিতীয়তে ধর্মে নমি,
ধর্মং স্মরণং গচ্ছামি ।

৩। আমরা কেন সংঘে নমি এবং শরণ করি :

সকল মানব তরে
বুদ্ধ বাণী শিক্ষা দিতে
ধর্ম শিক্ষক, ধর্ম সেবক রূপে
বুদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন
তাইতো তৃতীয়তে সংঘে নমি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

৪। সংঘ বন্দনা

মাননীয় সংঘ
আপনারা আমাদের ধর্ম শিক্ষক
আপনারা আমাদের বুদ্ধবাণী সমূহ শিক্ষা দিয়া
জীবন গঠন উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলুন
এবং আমাদের বন্দনা গ্রহণ করুন।

৫। ভিক্ষু বন্দনা

ভন্তে আপনি আমার ধর্ম শিক্ষক
আপনি আমাকে বুদ্ধবাণী সমূহ শিক্ষা দিয়া
জীবন গঠন উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলুন
এবং আমার বন্দনা গ্রহণ করুন।

৬। গৃহীদের দায়িত্ব

ভিক্ষু সংঘেরা সংসারের সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া ধর্ম
শিক্ষকের ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন বিধায়, ভিক্ষু সংঘের রক্ষণাবেক্ষণের
দায়িত্ব অতিশ্রদ্ধা সম্মানের সহিত গৃহীরাই পালন করিয়া থাকেন।

৭। ধর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা

পঞ্চশীল, মঙ্গলসূত্র, ধর্মপদ এবং বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত কিছু কিছু বুদ্ধবাণী,
ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে, বিহারে-বিহারে, বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে, দৈনন্দিন
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারাই মঙ্গলজনক।

৮। জীবন- জীবিকা, ধর্ম- অধর্ম, প্রমাদ-অপ্রমাদ

ক্ষুধা নিবারণ তথা জীবন- জীবিকা রক্ষা করিবার জন্য সাধারণ মানুষেরা যেমন নানাবিধ প্রমত্ত আচরণ করিত তেমনি এক শ্রেণীর আত্মলোভী পুরোহিত ধর্মের নামে তাহাদেরকে বিবিধ অন্যায় কর্মে পরিচালিত করিত। অতীত মানুষদের প্রমত্ত আচরণ ও নানাবিধ কুসংস্কার হইতে অধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহামানব বুদ্ধই সর্বপ্রথম তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

পুরাতন মানুষদের প্রমত্ত বা অন্যায় আচরণগুলো বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন জীবন গঠন করিবার সিদ্ধান্তহীনতা মিথ্যা অবাস্তব পূজা পার্বণ, বিচার বিশ্লেষণহীন আচার অনুষ্ঠান, কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে মিথ্যা ভাব ও ভক্তির অন্ধ বিশ্বাস এবং কলুষিত মনের মিথ্যা চর্চাগুলোই হইল প্রমত্ততা আর প্রমত্ত আচরণগুলোই হইল অধর্ম। প্রমত্ত বা কলুষিত কর্মগুলো আপন প্রজ্ঞান্দিয়ের মাধ্যমে বুদ্ধ তিলে তিলে বিশ্লেষণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অতঃপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ন্যায়, নীতি, সত্য পবিত্র বিশুদ্ধ বাণী বা অপ্রমাদীয় ধর্মসমূহ। অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী, সত্য, পবিত্র, বিশুদ্ধ, নির্মলময় জীবন গঠনের বাণীসমূহকে বুদ্ধ ‘অপ্রমাদ’ শব্দের মাধ্যমে এককভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন সুতরাং ‘অপ্রমাদই’ হইল বুদ্ধ ধর্মের অন্যতম মূলনীতি এবং ধার্মিক জীবন গঠন করিবার সংক্ষিপ্ত জীবন দর্শন।

৯। আত্মশরণ ও ধর্ম শিক্ষা করিবার আহ্বান

ধর্ম সমূহকে জীবন গঠন উপযোগী সৃষ্টি পত্রের মাধ্যমে শিক্ষা করিয়া উন্নতজীবন গঠন করা সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব, আপন জ্ঞানে এবং আপন চেষ্টায় বুদ্ধের বাণী সমূহকে প্রত্যেকের জীবন-জীবিকার কাজে ব্যবহার করিতে পারাকেই বলে আত্মশরণ। আত্মশরণ বা আপন প্রচেষ্টাই হইল ধর্ম বা জীবন গঠন উপযোগী বাণীসমূহ শিক্ষা করিবার অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা।

বুদ্ধ আহ্বান জানাইয়াছিলেন আত্মশরণ বা আত্ম উপলব্ধি দ্বারা বুদ্ধের ধর্ম, বাণী বা নীতি সমূহ কিভাবে শিক্ষা করা উচিত। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন আমার ‘ধর্ম বা জীবন নীতি’ স্বয়ং উপলব্ধ, সর্বকাল জয়ী, শিক্ষা করিবার মত, উন্নতজীবন গঠন উপযোগী এবং সম্যকরূপে বিশ্লেষণ যোগ্য। সুতরাং আসিয়া দেখ-

“কী বাণী দিয়াছি আমি,
জীবন করিতে গঠন,
পড়িয়া, শিখিয়া করিয়া বিশ্লেষণ,
বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত বাণীটুকু করিও গ্রহণ,
অবাস্তব যুক্তিহীন করিও বর্জন।”

১০। বুদ্ধ এবং বাস্তব জীবন

বুদ্ধ ছিলেন মহান আত্ম সমালোচক। লোভ, দ্বেষ, মোহ, ভৃষ্ণা এবং আত্ম অহংকারে সংযত ব্যক্তিরাই নিজের সমালোচনা নিজে করিয়া কঠোর দৃঢ়তায় নির্মলময় মহৎ চরিত্রের অধিকারী হইতে পারেন। বুদ্ধের ইন্দ্রিয়ানুভূতি এতবেশী নির্মল, পবিত্র ও বিশুদ্ধ ছিল যে, তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেই ‘সত্যকে’ কঠোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনের কষ্টি পাথরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অতি দৃঢ়তার সহিত মানব হিতে প্রচার করিতেন। বুদ্ধ ছিলেন স্বয়ংক্রিয় জ্ঞানের অধিকারী তাই তিনি প্রকৃতির “কার্যকারণ নীতি” উদ্ভাবন করিয়া বুঝিতে পারিয়া ছিলেন প্রকৃতির সূক্ষ্মশক্তি সকল সৃষ্টির অদৃশ্য মহাশক্তি। সুতরাং নাম প্রধান কল্পিত কোনও শক্তির কাছে তিনি আত্ম সমর্পণ করেননি। তাই তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন “মানুষ” নিজেই নিজের “মুক্তিদাতা” “দ্রাণকর্তা” বা নিজেই নিজের গঠনকারী। নিজের মুক্তির পথ বা জীবন গঠনের উদ্যোগ প্রধানত নিজেকেই গ্রহণ করিতে হয়। মানুষ, সকল প্রাণী ও বস্তুসমূহ প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় অদৃশ্য সূক্ষ্মশক্তির প্রভাবে নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া ক্ষুধা, জন্ম, জরা, ব্যাধি অবশেষে মৃত্যুর এবং ভাঙ্গা গড়ার খেলা খেলিতেছে মাত্র। মানুষের জন্ম মাতাপিতার মিলন কর্মের উপর নির্ভরশীল হইলেও জরা, ব্যাধি, মৃত্যু কিন্তু প্রকৃতির ইশারায় ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বস্তুহীন কল্পনার নামধারী কোনও শক্তি মানুষের ভাল-মন্দ কাজে আসিতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া মানুষের প্রধান কাজ হওয়া উচিত সকল প্রকার অন্যায় কর্মত্যাগ করিয়া সত্য, সুন্দর, পবিত্র ও বিশুদ্ধ জীবন গঠনের মাধ্যমে নিজেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র মানবিক গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

১১। কর্ম এবং অবাস্তব কর্মফল

পরান্নে প্রতিপালিত শিশু, অজ্ঞ এবং অবোধ ব্যতীত লিখাপড়া, জ্ঞান অর্জন, উন্নত জীবন মাধ্যম আহরণ করা ইত্যাদি মূলতঃ নির্ভর করিয়া থাকে স্ব - স্ব

কর্ম উদ্যমতার উপর। অতএব বুদ্ধের কথাই সত্য, মানুষ বাঁচিয়া থাকা অবধি নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক বা নিজেই নিজের মুক্তিদাতা। উক্ত কথা যেমন সত্য তারও চাইতে বেশী এবং বড় সত্য হইতেছে মানুষের নির্মল বোধন শক্তি। যাহাদের বোধনশক্তি বা চিন্তাশক্তি কলুষ, হঠকারী ও অবাস্তব ভাব-ভক্তিবাদে পরিচালিত হয় তাহারা স্বর্গ-নরক, দেবলোক, যমলোক, বার বার জন্মের দোহাই এবং পূর্ব জন্মের যুক্তিহীন কর্মফল ইত্যাদি, উদাহরণ সমূহকে সাধারণ মানুষের কাছে সত্য বলিয়া পরিবেশন করিয়া থাকেন।

উদাহরণ গুলোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বুদ্ধের আসল বাণী বা ধর্ম সমূহ যথার্থ বিশ্লেষণের অভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে অকার্যকরী হইয়া পরিবে।

সন্তানের মেধা ও লিখাপড়া শিখিবার ক্ষমতা এবং অধিকার থাকা সত্ত্বেও, সংসার চলাইবার চালিকা শক্তি বা মাধ্যম না থাকায় অথবা মাতা পিতার অজ্ঞতার কারণে সন্তান যদি লিখাপড়া শিখিতে না পারে এহেন অবস্থার জন্য মাতাপিতার অপারগতা এবং অজ্ঞতাই কী দায়ী নয়? যদি দায়ী হইয়া থাকে তাহা হইলে নিষ্পাপ সন্তানের জীবনটাকে কার্যকারণহীন পূর্ব- জন্মের মন্দ কর্মের দোহাই দিয়া মানবেতর জীবন পরিণতির দিকে ঠেলিয়া দেওয়া অবোধ ও অজ্ঞ মনের পরিচয় নয় কি? ক্ষুধা নিবারণ করিতে খাবারের প্রয়োজন হয়, খাবার সংগ্রহ করিতে মাধ্যম বা অর্থের প্রয়োজন হয়, অর্থ উপার্জন করিতে যথা উপযুক্ত কাজের প্রয়োজন হয়, যথা সময়ে কাজ সম্পাদন করিতে অর্থ এবং উদ্যমতার প্রয়োজন হয়, উক্ত কর্ম গুলো সম্পাদন করিতে পারা না পারার উপর নির্ভর করিয়া থাকে জীবনের সুখ সমৃদ্ধি এবং দুঃখ। নিজে নিজের উপকার সাধন করিতে না পারিলে 'মাতাপিতা কিম্বা অপর জাতিবর্গ মানুষের ততখানি উপকার সাধন করিতে পারে না, সম্যক সৎকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিই নিজের ততোধিক উপকার সাধন করিতে পারে। কল্পিত কোনও শক্তিধর মানুষের উপকারে আসিতে পারে একথাও বুদ্ধ মানেননি।

আত্ম নির্ভরশীলতাই বুদ্ধের বাণী, তাই তিনি বলিয়াছিলেন নিজের মুক্তিকামী (নাথ) নিজেই। স্বকীয় কর্মের মাধ্যম (জীবন চালিকাশক্তি) আহরণ করিতে পারাই জীবনের আসল কাজ। পৃথিবীতেই জন্ম, জরা, ব্যাধি মৃত্যু ঘটয়া থাকে ইহাই কার্যকারণ সম্মত মহাসত্য। *অবস্তু এবং অবাস্তবতাজনিত কোনও ঘটনা বুদ্ধ দর্শনের আওতায় পরে না।

সুতরাং মানুষের কাজ ভালো হউক আর মন্দ হউক উহার বিচার এই পৃথিবীতে সমাধা করিয়া ফেলা যুক্তি যুক্ত। *মানুষেরা পৃথিবীর ভিতর অথবা বাহিরে কোনও প্রকার অবাস্তব বা কার্যকারণহীন ফল ভোগ করিবার কথা ভাবা উচিত নয়। কার্যকারণ ছাড়া কোনও কর্ম সৃষ্টি হয়না যেমন মিলনে, সঙ্গমে, লেহনে, মর্দনে, চুম্বনে, চোষণে, আলিঙ্গনে, স্পর্শনে, চিন্তনে, মননে, অঘটন ঘটনে, দূর-দুরান্তে, দেশ দেশান্তে থাকিয়া মনো মনো আকর্ষণে, আলো, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়-তুফান শূন্য আকাশে সমীরণে, ভাঙ্গনে, গড়নে।

*পৃথিবীর তথা প্রকৃতির উক্ত কার্যকারণের সীমারেখাতেই শূন্য মাঝে ভাসমান জনের উপাদান, অতপর মিলনে দৃশ্যমান তারপর ভালো মন্দ কর্মে ভোগ বিলাস, সুখ-দুঃখ, পরিশেষে প্রকৃতির আকর্ষণে মৃত্যু এবং বিলয়ে বিনাশ।

সুতরাং, এখানেই কর্ম এখানেই কর্মের ফলাফল বিচার, এইটুকু বিশেষ জ্ঞানে করিও বিশ্বাস।

১২। মানুষ, বস্তু এবং প্রকৃতির কার্যকারণ

মানুষ দৈহিক কার্যকারণ সম্বৃত সূক্ষ্ম বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত প্রাণী। মানুষের উদর আছে, ঐ উদরে প্রকৃতির অদৃশ্য সূক্ষ্ম শক্তির প্রভাবে লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই লক্ষণের নাম ক্ষুধা। বুদ্ধ ক্ষুধাকে বড় রোগ বলিয়াছিলেন, এই রোগ প্রকৃতির আকর্ষণে উদরকে যন্ত্রণাময় করিয়া তুলে। উদরের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে হইলে প্রকৃতিরই সৃষ্ট ফলমূল, পশু, পাখি, জীব, জন্তু ইত্যাদি ভক্ষণ করিতে হয়। ফলমূল পশু পাখী, জীব জন্তু ইত্যাদির মত মানুষও প্রকৃতির কার্যকারণের ফল। *মানুষেরা সৃষ্টির সেরা দাবী করিলেও জ্ঞান বিনিময়টুকু বাদ দিলে মানুষও হিংস্র অথবা নিরীহ জন্তুর সামিল। কার্যকারণ হইতেছে প্রকৃতির অদৃশ্য স্বয়ংক্রিয় ক্রীড়া শক্তি, যেই ক্রীড়া শক্তি মাটি, পানি, তাপ, আলো ও বাতাস ইত্যাদির অদৃশ্য সূক্ষ্ম নির্যাস, যেই ‘নির্যাস শক্তি’ আকাশময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। উক্ত অদৃশ্য ‘নির্যাস শক্তি কণা’ উহাদের খেয়াল খুশিমত মিলিত হয় অতঃপর দৃশ্য অথবা অদৃশ্য বস্তু সমূহে প্রতিনিয়ত মিশ্রিত হইয়া কোটি কোটি সৃষ্টির খেলা খেলিতেছে, আবার উহাদের খুশিমত দলিত, মথিত, আলোড়িত, শক্তিকৃত, চুষিত এবং

মিশ্রিত ইত্যাদি হইয়া ঝড়, তুফান, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও ভাঙ্গা গড়ার প্রলয়ংকরী ধ্বংস ও সৃষ্টির খেলায় প্রকৃতিকে একবার তছনছ করিয়া দিতেছে আরেকবার সুগঠনে সুশোভিত করিতেছে। প্রকৃতির উক্ত ভালো এবং মন্দ খেলা ইহারই নিজস্ব শক্তিতে সংঘটিত, এখানে শক্তিহীন কল্পিত কোনও অবয়বের নাম চর্চা করা কার্যকারণ বিরুদ্ধ। *সৃষ্টির কর্তারূপ অবাস্তব নামকে ধর্মের নামে ব্যবহার করিয়া ‘মানুষ’ মানুষকে শোষণ, নির্যাতন ও পান্ডিত্য রক্ষায় পূজা খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে অফলপ্রসূ অনুষ্ঠান সমূহে নিয়োজিত রাখিয়াছে। উপরোক্ত কাজ সমূহ জীবন গঠনের সহায়ক হইতে পারেনা উপরন্তু মিথ্যা ভাব ও ভক্তির প্রবণতা ইত্যাদি সত্য উদঘাটনের ধারাকে বিনষ্ট করিয়া দিতেছে।

মানব পুত্র হিসাবে বুদ্ধই সর্ব প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন ধর্মের নামে পুরোহিত, পণ্ডিতেরা, নানাবিধ কিসসা, কাহিনী, গল্প ইত্যাদি শুনাইয়া সাধারণ মানুষদেরকে অবাস্তব মিথ্যা ভাব ভক্তিবাদী মাদকীয় নেশায়ুক্ত ধর্মাচরণে অনুগত করিয়া রাখিত। ইহাতে জীবন গঠন উপযোগী বাস্তব ধর্মবাণী মোটেও বিশ্লেষণ করা হইত না।

মানুষ প্রকৃতির কার্যকারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সুতরাং মানুষের কর্ম বা ধর্মসমূহ বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। *বুদ্ধের ধর্ম বা বাণী সমূহ লিখাপড়ার মত শিখিয়া জীবন গঠন করিতে না পারিলে ধর্ম বা জীবন কোনটারই বৈজ্ঞানিক গুণ সুষমা রচিত হইবে না।

(১৩) ধর্ম শিক্ষা প্রসঙ্গে বুদ্ধের প্রশ্ন

বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে আমার ধর্ম (ন্যায়, নীতি, সত্য, পবিত্র, বিশুদ্ধ কর্ম) কল্পিত কোনও শক্তির নির্দেশে পরিচালিত নয়। অধর্ম সমূহ (পঞ্চশীল বিরুদ্ধ কর্ম ইত্যাদি) আমি কঠোর ভাবনায় বিশ্লেষণ করিতে করিতে ধর্মে অর্থাৎ সত্য, পবিত্র কর্মে বহুজন হিতে বহুজন সুখে মানবিক গুণ সম্পন্ন ধার্মিক জীবন গঠন করিতে কঠোর হইতে কঠোরতর চিন্তাপ্রবৃত্তি বিশুদ্ধ মনে উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা মিথ্যা পুরোহিত্য ও প্রভুত্ববাদী লোভনীয় খাদ্যভোজ্য পূজা কর্ম এবং স্বর্গ নরক, দেব যম ও পরলৌকীয় মিথ্যা কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য নহে, আমার ধর্ম লিখাপড়ার মত পাঠ ও বাস্তব বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষা

করিবার ধর্ম। তাই তিনি অতি প্রাজ্ঞল উদাহরণে নিম্ন গাথা পরিবেশন করিয়াছিলেন:

কো ইমং পঠবিং বিজেস্‌সতি
 যমলোকঃ ইমং সদেবকং
 কো- ধম্ম পদং সুদেসিতিং
 কুসলো পুপ্ফমিব পচেসসতি?

“কে দেবলোক ও যমলোক সহ এই পৃথিবী জয় করিবেন?

দক্ষ মালাকারের পুষ্প চয়নের ন্যায় কে সুদেশিত ধর্মপদ সঞ্চয় করিবেন?”

ধম্মপদ: পুপ্ফব্গো-৪৪।

বিশ্লেষণঃ মালাকার যেমন সহস্র পুষ্প হইতে আপন শিল্প জ্ঞান দ্বারা মনোরম পুষ্প মাল্য তৈয়ার করিয়া থাকেন তেমনি যিনি বুদ্ধের শত সহস্র বাণী হইতে নিজের জীবন গঠন উপযোগী মাত্র কয়েকটি বাণী শিক্ষা করিয়া যথা উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনে, ধনে, গুণে, মানে এবং যশ খ্যাতিতে জীবন সুখ সমৃদ্ধিময় করিয়া গড়িতে পারিবেন তিনি পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করুন না কেন সেখানেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন।

এই গাথায় বুদ্ধ দেবলোক ও যমলোকের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। মুখ্য ব্যক্তিদের অত্যধিক মিথ্যা ধর্ম চর্চা দূর করিবার জন্য তিনি হয়ত দেবলোকের প্রশংসা ও যমলোকের ভয় দেখাইয়াছিলেন। দেবলোক, যমলোক, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদিকে সত্য ধরা হইলে উহাদের মধ্যে কার্যকারণ নীতি সম্ভূত বস্তু এবং বাস্তবতা থাকিতে হইবে। অন্যথায় দৃশ্য অথবা অদৃশ্য বস্তু বিহনে কোনও নাম, স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদিতে কার্যকারণ সংগঠিত হইতে পারেনা। সুতরাং কার্যকারণহীন কোনও কথা সত্য হইতে পারে না। উহাদেরকে কল্পনায় আশ্রিত উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় মাত্র। পুরাতন (সনাতনী) মানুষদেরকে যাবতীয় কুসংস্কার হইতে রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ নৈতিক মানবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বুদ্ধ উপরোক্ত উদাহরণগুলি পরিবেশন করিতেন।

*দেবলোক যমলোক স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি অজ্ঞ মুখদের ভয় দেখাইবার জন্য যতখানি দরকার বুদ্ধের বাণী বা ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটেও দরকার নাই। বুদ্ধের শিক্ষণীয় কয়েকটি বাণী শুধু শিক্ষা করিলে এই পৃথিবীতেই মানব জীবনের সত্য মিথ্যার হিসাব মিলিবে।

(১৪) ধর্ম শিক্ষা প্রসঙ্গে বুদ্ধের উক্তর

“সেখো পঠবিং বিজেস্‌সতি
 যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং
 সেখো ধম্ম পদং সুদেসিতং
 কুসলো পুপ্পমিব পচেস্‌সতি” ।

“শৈক্ষ্য (শিক্ষাব্রতী) দেবলোক সহ এই পৃথিবী ও যমলোক জয় করিবেন । সুনিপুণ মালাকারের পুষ্প চয়নের ন্যায় শিক্ষার্থী সুদেশিত ধর্মপদ সঞ্চয় করিবেন ।”

ধম্মপদ: পুপ্পবগ্‌গো-৪৫ ।

বিশ্লেষণ : শিক্ষাব্রতী অর্থ শিক্ষার্থী বা ছাত্র/ছাত্রী, ধর্মপদ সঞ্চয় করা অর্থ শিক্ষা করা । যাহারা সাধারণ লিখাপড়ার মত করিয়া বুদ্ধের ধর্ম বা বাণী সমূহ শিক্ষা করিবেন বুদ্ধ তাহাদেরকে সুদক্ষ মালাকারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন ।

মালাকার যেমন শত সহস্র পুষ্প হইতে মনোরম পুষ্পমাল্য তৈয়ার করিয়া থাকেন ঠিক তেমনি যিনি মহামানব বুদ্ধের সহস্র সহস্র বাণী হইতে মাত্র কয়েকটি বাণী বাস্তব বিশ্লেষণে শিক্ষা করিয়া পালন করিতে পারিবেন তিনিই হইবেন যথার্থ ধার্মিক, অর্থাৎ সত্য কাজ করিয়া জীবন গঠনকারী ।

লিখাপড়া যেমন বিশেষ জ্ঞানের আবিস্কার, বুদ্ধের ধর্মও তেমনি স্বয়ং আবিস্কৃত বিশেষ জ্ঞানের ধর্ম । বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণীতে বস্তু বাস্তবতা এবং প্রাকৃতিক কার্যকারণ নিশ্চয় থাকিতে হইবে ।

তাই বুদ্ধ বলিয়াছিলেন আমার বাণীতে যদি অবস্থাবাদী কোনও কথা থাকে তাহা “সত্য” এবং “মিথ্যা” কোনও রূপেই গ্রহণ করিবেন না, উহাদেরকে শিক্ষণীয় উদাহরণ হিসাবেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় । (এহিপস্‌সিকো)

(১৫) অবাস্তব ধর্ম চর্চা জীবনের অন্তরায়

বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম চর্চার সঙ্গে সম্পর্ক রহিয়াছে মানব জীবন গঠনের, দৃশ্যমান পৃথিবীতেই প্রয়োজন সুন্দর পবিত্র সুখ সমৃদ্ধিময় মানব জীবন। যাহাদের জীবন এই পৃথিবীতেই সর্বশুণে গুণান্বিত অর্থাৎ শিক্ষায়, জ্ঞানে, গুণে, ধনে, মানে, যশ, খ্যাতিতে এবং স্বাস্থ্যে তাহাদের জীবনইতো হইবে বাস্তব কার্যকারণ সম্ভূত বৌদ্ধিক জীবন, “বৌদ্ধিক জীবন মানেই, বস্তুবাদী খেলার জীবন”। “*বস্তুবাদী জীবন জনমে, জীবনে, মরণে এবং মরণের পর বিলীনে শূন্যাকাশেই মিশিয়া যায়, এভাবেই বস্তুবাদী জীবনের সমাপ্তি ঘটে”, গুণ যদি থাকে ঐটুকুই শুধু জাগরুক থাকিবে উত্তরসুরীদের মাঝে। উপরোক্ত বাস্তবতাকে গৌণ করিয়া যাহারা পূজা প্রধান পুরোহিত্যবাদী বেশী বেশী ধর্ম চর্চা করিয়া থাকেন বুদ্ধ তাহাদের সম্পর্কে নিম্নগাথা পরিবেশন করিয়াছিলেন।

“বহুংপি চে সহিতং ভাসোমানো
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো,
গোপব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামঞ্জসস হোতি।”

“রাখাল যেমন পরের গাভী গণনা করিয়া গোরসের অধিকারী হয় না, সেইরূপ যে প্রমত্ত ব্যক্তি বহু সাহিত্য (ধর্মগ্রন্থ) আবৃত্তি করে অথচ স্বয়ং তদনুরূপ আচরণ করে না সেও তেমনি শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না”।

-ধর্মপদ: যমকবগ্গো-১৯।

বুদ্ধ এই গাথায় আত্মলোভী অহংকারী তথা কথিত গুরু পণ্ডিত, পুরোহিতদের অবাস্তব ধর্ম চর্চার কথা পরিবেশন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যেই সকল গুরুপণ্ডিত, পুরোহিত বেশী বেশী ধর্ম কথা পরিবেশন করিয়া থাকেন, অথচ তদনুরূপ ভাবে নিজেরা তা মোটেও পালন করেন না অর্থাৎ বুদ্ধবাণী সমূহ বাস্তব বিশ্লেষণ না করিয়া মিথ্যা ভাব ও ভক্তিবাদে পরিবেশন করিয়া থাকেন বুদ্ধ ঐ সকল গুরুপণ্ডিতদেরকে নিষ্ফল গাভী গণনার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন।

উদাহরণ: রাখাল গোচারণ সমাপনান্তে দেখিতে পাইয়াছিল গাভী গুলোর পেট ভালোই ভরিয়াছে এবং স্তন গুলিও দুধে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতএব রাখাল স্বগত উক্তি করিয়া বলিয়া উঠিল আমার মালিক আজ অনেক গোরসের অধিকারী হইবেন। রাখালের উক্ত উক্তিতে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন “তোমার প্রভু প্রচুর দুধের অধিকারী হইলেও তোমাকেতো সামান্য দুধও পান করিতে দিবেন না সুতরাং তুমি মিথ্যা আনন্দ আচ্ছালন করিতেছ”। রাখাল যেমন প্রচুর গাভী দুধের হিসাব করিয়াও দুধপান করা হইতে বঞ্চিত হয় তেমনি প্রমত্ত পুরোহিত শ্রমণেরাও কার্যকারণ যুক্ত বাস্তব ধর্ম শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবার উপযুক্ততা অর্জন করিতে পারিবেন না।

“তথাকথিত পণ্ডিত, পুরোহিত ও গুরুদের কার্যকারণহীন অবাস্তব বেশী বেশী ধর্ম দেশনা জীবন গঠনের বড় অন্তরায়।

বুদ্ধের ধর্ম বা জীবন গঠন নীতিমালা যদি বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত এবং পবিত্র মনোন্দ্రిয় দর্শন সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে কল্পিত কোনও কথা, গল্প বা উদাহরণ সত্য বলিয়া বিবেচনা করা এবং বেশী বেশী করিয়া পরিবেশন করা মোটেও যুক্তি সঙ্গত নহে।

(১৬) কম জানিয়া ধর্মানুকূল জীবন গঠন

বুদ্ধ বলিয়াছিলেন :

“অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসোমানো
ধম্মস্ হোতি অনুধম্মচারী,
রাগং চ দোসং চ পহায় মোহং
সম্মপ্পজানো সুবিমুত্ত চিত্তো
অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা,
স ভাগবা সামঞ্জেস্ হোতি”।

“যিনি অল্পমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিয়া ধর্মানুকূল জীবন গঠন করেন এবং রাগ ঘেষ ও মোহ পরিহার পূর্বক প্রজ্ঞাবান ও বিমুক্তচিত্ত হইয়া ঐহিক বা পার্লামেন্ট কিছুতেই আকৃষ্ট হন না তিনিই প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী”।

ধর্মপদ: যমকবগণো ১০।

*শ্রমণ, পণ্ডিত, পুরোহিত. ভিক্ষু. সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ যাহারা রাগ, ঘৃণা ও মোহে সংযত থাকিয়া অল্পমাত্র বুদ্ধবাণী' বা ধর্ম বাণীর' সারতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশেষ বিশ্লেষণে প্রথমে নিজেরা শিক্ষা করতঃ পরে উপাসক-উপাসিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ যে কোনও কাউকে শিক্ষা দিতে পারিবেন তবেই তিনি শ্রামণ্য জীবনের অধিকারী তথা কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবার উপযুক্ত হইবেন।

* মানুষ প্রকৃতির কার্যকারণের অধীন সুতরাং বস্ত্র বাস্তবতা এবং প্রকৃতির কার্যকারণ যাহারা যতবেশী উপলব্ধি করিতে পারিবেন তাহারা তত বেশী বুদ্ধ বাণীর সারতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

* প্রকৃতির কার্যকারণ নীতি মানুষ তথা সকল প্রাণী ও বস্তুকে অনুক্ষণে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সুতরাং প্রাকৃতিক ধর্ম বা নিয়ম অনুযায়ী ধর্ম রক্ষকদের এবং ধর্ম শিক্ষকদের কর্তব্য বাস্তব বিশ্লেষিত ধর্মবাণী শিক্ষা দেওয়া।

কম ধর্ম শিক্ষা বা চর্চা করিয়া সুখময় জীবন গঠন করাই আসল ধার্মিকতা। যাহারা ধর্মের নামে অবাস্তব যুক্তিহীন নগ্নচর্চা যেমনঃ মাথার চুলে জটা ধারণ, নগ্নদেহে ধূলি, ছালি লেপন, নানা উৎকৃষ্ট অর্থহীন হিংটিং হুম্ হাম্ হটকারী শব্দ উচ্চারণ, সর্বদা ভ্রম মর্দন, ভূমিতে মিথ্যা ভক্তির গড়াগড়ি করণ, বেশী বেশী খাদ্য ভোজ্য দিয়া মাটি, পাথরের মূর্তির পাদতলে পূজার নামে আদি অজ্ঞতা প্রসূত ভক্তির শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মূর্তি সমূহের বেদীমূলে পূজিত ঘণ্টার পানি পান করাইয়া সর্বরোগ হরণ করা ইত্যাদি মতবাদ, (মিথ্যাশ্রয়ী) পণ্ডিত গুরু মহাশয়গণ ধর্ম চর্চার নামে মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়া থাকেন। উক্ত লোকাচার বিজ্ঞান সম্মত ধর্মনীতির আওতায় পরে না, ইহার অবাস্তব ভাব ও ভক্তির আচরণ। *স্বজ্ঞানে বুদ্ধবাণী শিক্ষা করিলে কোনও প্রকার অবাস্তব চর্চার প্রয়োজন হয় না।

* উক্ত মিথ্যা ধর্ম চর্চায় গুরু, পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যই শুধু বাড়িয়া যায়। যাহারা ধর্মের নামে মিথ্যা চর্চায় পুরোহিত্য বা গুরুত্ব রক্ষা করিয়া সাধারণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষদেরকে মিথ্যা ধর্ম সংস্কারে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন তাহারা ধর্মের নামে কলংক লেপন করিতেছেন।

সেই জন্যই বুদ্ধ আহবান জানাইয়াছিলেন আমার দুই চারটি বাণী যাহারা বাস্তব বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষা করিবেন তাঁহারা আমার সহস্র সহস্র বাণীর সারতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

যো চ গাথাসতং ভাসে-----,

----- যং সুত্তা উপসম্মতি। ১০২

(১৭) অধর্মের কুফল

মহামানব বুদ্ধের নিম্নোক্ত বাণী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সহজে অনুমান করা যাইবে যে, তিনি পূজা তথা ভোগ বিলাসীয় পণ্ডিত পুরোহিত্যবাদী” মিথ্যা অসার ধর্ম চর্চা মোটেও পছন্দ করিতেন না। তিনি ছিলেন স্বকীয় কাজের উপর নির্ভরশীল ভালো এবং মন্দ কর্মের বিশ্লেষণকারী। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সকল প্রাণীর উদরে ক্ষুধার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা সময়ে ক্ষুধা নিবারণ করিতে না পারিলে উদর যাতনায় মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ক্ষিপ্ত মন প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কিভাবে কলুষিত হয় এবং কলুষিত মন কিভাবে অন্যায় কর্মে লিপ্ত থাকিয়া দুঃখ রচনা করিয়া থাকে, নিম্নোক্ত গাঁথায় বুদ্ধ তাহা পরিবেশন করিয়াছিলেন।

“মনো পুব্বংগমা ধম্মা, মনোসেট্ঠা মনোময়া

মনসাচে পদুট্টেন ভাসতি বা করোতি বা

ততো নং দুক্কখম্বেতি চক্কং ব বহতো পদং”

“মন ধর্ম সমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত, যদি কেহ দোষযুক্ত মনে কোনও কথা বলে কিংবা কাজ করে তবে শকটবাহীর (শকট অর্থ বলদ টানা গাড়ী) পদানুগামী চক্রের ন্যায় দুঃখ তাহাকে অনুসরণ করে।”

—ধম্মপদ যমকবগ্গো-১।

বিশ্লেষণ : বুদ্ধ এই গাথায় অধর্মের (কলুষিত মনের) পরিণতির কথা বলিয়াছিলেন, যাহারা জীবন ধারণ করিবার জন্য কলুষিত মনে বিবিধ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে সেই অন্যায় কাজের ফল দুঃখ রূপে অন্যায় কর্ম সম্পাদনকারীকে শকট বা বলদের (বোঝাবাহী) গাড়ীর চাকার ন্যায় কিভাবে দুঃখ ভোগ করায় বুদ্ধ অতি শিক্ষণীয় উদাহরণ দিয়া এই গাথায় বুঝাইয়াছিলেন।

বুদ্ধ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন মানুষের মন অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং ক্ষণে ক্ষণে এত পরিবর্তনশীল যে, ইহাকে সোজা, ঋজু বা সত্য পবিত্র, বিশুদ্ধ কর্মে পরিচালিত করিতে না পারিলে বিবিধ অন্যায় কাজ সম্পন্ন করিবে।

* আপন কলুষিত মনকে আপনার পবিত্র বোধনশক্তি দিয়াই পরিচালিত করিতে হয়, উক্ত বোধনশক্তির পরিচালক আমি নিজেই। আমি বলিতে আমারই সূক্ষ্মজ্ঞান শক্তি, যেই জ্ঞান শক্তি দ্বারা আমি আমারই মনকে বিবিধ কলুষিত কর্ম হইতে সংযত রাখিতে পারি।

* আমার মন আমারই ধর্ম অধর্ম সমূহের পূর্বগামী এবং গঠনকারী। ধর্ম সমূহ হইতেছে আমার মনের সত্য সুন্দর পবিত্র কাজ আর অধর্ম সমূহ হইতেছে আমারই মন দ্বারা কৃত অসৎ অপবিত্র কাজ।

আদি, পুরাতন মানুষদের কলুষিত মনের কাজগুলো বা অধর্ম সমূহ বুদ্ধ তিলে তিলে বিশ্লেষণ করতঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপরোক্ত গাথায় উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ মনো শক্তির চাইতেও আরও একটি সূক্ষ্ম শক্তি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন যেই শক্তির নাম ‘মনোময়’। উক্ত ‘মনোময় শক্তি’ ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মনকে প্রত্যেকের চাহিদা অনুসারে ভালো এবং খারাপ কাজ করিতে সহায়তা করিয়া থাকে।

সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুভূতি যখন “আমি শক্তির অশুভ প্রভাবে” মনকে কলুষিত করে তখন মানুষ খারাপ কর্মে বা অধর্মে লিপ্ত হয়। বুদ্ধ অধর্ম বা কলুষিত কর্ম সমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অধর্মের সংজ্ঞা রূপে এই বাণী পরিবেশন করিয়াছিলেন।

(১৮) ধর্মের সুফল

যাহারা প্রসন্ন মনে ধার্মিক বা সত্য, সুন্দর, পবিত্র, ন্যায় নীতি সম্পন্ন জীবন গঠন করিয়া থাকে সুখ তাহাদের জীবনে কিভাবে কার্যকরী হয় তাহা বুদ্ধ নিম্ন গাথায় পরিবেশন করিয়াছিলেন।

“মনো পুৰ্ব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতিবা
ততো নং সুখ মন্বেতি ছায়াব অনপাযিনী”।

“মন ধর্ম সমূহের অগ্রণী মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনের দ্বারা গঠিত যদি কেহ প্রসন্ন মনে কোনও কথা বলে কিংবা কাজ করে তবে অবিচ্ছিন্না ছায়ার ন্যায় সুখ তাহার অনুগামী হয়।”

- ধর্মপদ; যমকবগগো-২।

* বিশ্লেষণ : মন ধর্ম সমূহের পূর্বগামী অর্থাৎ আমার মন আমার ধর্ম সমূহের পূর্বগামী আমার ধর্ম সমূহ হইতেছে ক্ষুধা নিবারণ তথা জীবন জীবিকা রক্ষা করিবার পবিত্র কাজ। যাহারা সত্য ধর্মে জীবন গঠন করিয়া থাকেন সুখ আপন ছায়ার ন্যায় তাহাদেরকে সুখময় করিয়া রাখে।

* মনের প্রয়োজনীয় গভীরতম ভাবে পবিত্র চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মনোময় শক্তির মাধ্যমে মনে প্রতিফলিত করিলেই মন প্রসন্ন থাকে। ‘মন’ প্রসন্ন থাকিলেইতো মানুষের সকল কর্ম ন্যায় নীতি, সত্য পবিত্র ও বিশুদ্ধ থাকিয়া ধার্মিক ও সুখ সমৃদ্ধিময় জীবনের অধিকারী হয়।

* জীবনকে নিরোগ সুখময়রূপে ভোগ করাই মানব জীবনের অন্যতম সার্থকতা।

* মানুষের সুখময় জীবন গঠন করিবার শিক্ষাই এই গাথার সারতত্ত্ব। সুতরাং বাল্যকাল হইতে উক্ত গাথা শিক্ষা না করিলে বুদ্ধের ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা মোটেই সম্ভব নয়। বুদ্ধের এই গাথা ধর্মের সংজ্ঞারূপে ব্যবহার করা যায়।

* যাহারা বুদ্ধের উক্ত বাণী বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিবে তাহারা নিজের মনকে পবিত্র কর্মে ব্যবহার করিয়া অনায়াসে সুখময় জীবন গঠন করিতে পারিবে।

(১৯) অধর্ম উৎপত্তি কিভাবে হইয়া থাকে

কলুষ, পরশ্রীকাতর মন কিভাবে অধর্মের উৎপত্তি করিয়া থাকে বুদ্ধ এই গাথায় তাহা পরিবেশন করিয়াছিলেন।

“অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনিমং অহাসি মে।

যে চ তং উপনয়হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি।”

-ধর্মপদ যমকবগগো-৩।

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল আমার সম্পত্তি হরণ করিল যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে তাহাদের শত্রুতার উপশম হয়না। স্বজ্ঞানে শত্রুতা বন্ধ করিতে না পারিলে অধর্মের উৎপত্তি হয়।

বিশ্লেষণ : যাহারা ধনে মানে অতিরিক্ত লোভ, দ্বেষ, মোহে, পরশ্রীকাতরতায়, অন্ধ ও অজ্ঞতায় সব সময় নিজের স্বার্থের কথা ভাবিয়া অন্যকে হয়ে প্রতিপন্ন ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যবহার করিয়া থাকে এবং আত্ম অহংকারে সকলের সঙ্গে অন্যায় অশালীন আচরণ করিয়া থাকে এহেন অজ্ঞ, মূর্থ ও লোভী মানুষদের দ্বারা অধর্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

* যাহারা উক্ত গাথা পড়িবেন এবং মুখস্ত করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন তাহারা অধর্ম কিভাবে উৎপত্তি হয় তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন এবং অন্যায় অধার্মিক কর্ম তথা মিথ্যা জীবন-জীবিকা ভোগ করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন।

(২০) ধর্ম রক্ষা প্রসঙ্গ (বা মনকে পবিত্র রাখা)

“ অক্কেচ্ছি মং অবধি মং অজিনিমং অহাসি মে,
যে চ তং ন উপনয়হন্তি বেরং তে সুপ সম্মতি। ”

-ধম্মপদ যমকবঙ্গো-৪

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল আমার সম্পত্তি হরণ করিল যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে না তাহাদের শত্রুতার উপশম হয়।

*বিশ্লেষণ : যাহারা ধনে, মানে, শিক্ষায় ও যশ খ্যাতিতে বড় হইয়াও লোভ, দ্বেষ, মোহে, নিজেদেরকে সংযত রাখিয়া পরশ্রীকাতরতা বশতঃ কাহাকেও ছোট, নিকৃষ্ট ও হয়ে প্রতিপন্ন করেন না এবং ন্যায় নীতি, সত্য, পবিত্র কর্ম সম্পাদনে নিজের জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুখ সমৃদ্ধিময় করিয়া গড়িতে পারিবেন তাহাদের জীবনই হইবে ধার্মিক। ধার্মিক জীবন গঠন করিবার জন্য বুদ্ধের উক্ত গাথা শিক্ষা করিলে তবেই পূজা এবং খাদ্য ভোজ্য সম্বলিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের নিঃপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অর্থাৎ খাদ্য-ভোজ্য প্রয়োজন হয় ক্ষুধা নিবারণ তথা জীবন রক্ষা করিতে আর জীবনকে শুদ্ধ এবং নিষ্কলুষ করিয়া গঠন করিতে প্রয়োজন হয় অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় নীতি, পবিত্র বিশুদ্ধ বাণী।

*মানব জীবন গঠন করিতে বুদ্ধের বাণী সমূহ মনের কষ্টি পাথরে যাচাই করা বিজ্ঞান সম্মত সত্য।

* বুদ্ধের বাণী গুলো মুখস্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিতে না পারিলে সত্যকে সত্য বলিয়া জানা মোটেও সম্ভব নয়।

(২১) অহিংসা পরম ধর্ম

ক্ষুধা নিবারণ আত্মরক্ষা, জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী বিদ্বেষ, পুরোহিত্য ও পাণ্ডিত্যের আদিপত্য বিস্তার ইত্যাদি প্রবণতা হিংসা উৎপত্তির প্রধান কারণ।

যাহারা সুখে থাকে তাহারা আরও বেশী (উন্নত মানের) সুখ ভোগ করিবার জন্য, যাহারা ক্ষমতায় থাকে তাহাদের ক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্য এবং যাহারা ধর্ম পুরোহিত সাজিয়া গুরু ও প্রভুত্ববাদী ধর্ম চর্চায় লিপ্ত তাহাদের অসম মানসিকতা এবং উঁচু-নীচু জীবন ধারার বৈষম্য ও হঠকারী কলুষ মানসিকতা হইতে হিংসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এহেন হিংস্রক মানুষদেরকে সত্য, পবিত্র, বিশুদ্ধ মানবিক গুণে সু-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বুদ্ধ ‘অহিংসা নীতি’ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

***হিংসা রক্ত ও দেহ-মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানসিক মন্দ লক্ষণ।**

হিংসা হইতে মনকে সংযত রাখিতে হইলে মহামানব বুদ্ধের ‘মন বিশুদ্ধির’ কিছু কিছু বাণী শিক্ষা করিতে পারাই ধার্মিক বা পবিত্র জীবন গঠনের অন্যতম কর্তব্য।

‘অহিংসা পরম ধর্ম (বা অহিংসা নীতি) হইতেছে ‘মানব জীবন গঠন করিবার মূল নীতি’ যাহা সকল নীতির জনকও বটে। মূলত অর্থ, ধন-সম্পদের ব্যবস্থা করা (জীবন মাধ্যম), জাতি, ধর্ম, বর্ণ বৈষম্য এবং অসম অসাম্য সমাজ ব্যবস্থা স্বজ্ঞানে বর্জন করা ছাড়া অহিংসা উৎপত্তির মানসিকতা, শুধু অহিংসা পরম ধর্ম, মুখে চর্চা করিলে হিংসা কখনও দূরীভূত হইবে না।

* বুদ্ধ বাণী শিক্ষা করিয়া মন অহিংস রাখিতে পারিলেই ‘নীতি’ বা ‘ধর্মবোধ’ জাগ্রত হইবে।

জীবন মাধ্যম (বাঁচিয়া থাকার উপকরণ) না থাকিলে বা পবিত্র কর্ম দ্বারা আহরণ করিতে না পারিলে সঙ্গত কারণেই প্রকৃতি সৃষ্ট ক্ষুধার যাতনা এবং অন্যান্য জীবন

চাহিদা সমূহ পীড়াদায়ক হইয়া মনের অসংযত আচরণে অবোধ মানুষের মন হিংস্র হইয়া উঠে। উক্ত হিংস্রতা অবলোকন করিয়া বুদ্ধ বলিতে পারিয়াছিলেন, অহিংসা পরম ধর্ম বা “অহিংসা চর্চা করাই মানুষের পরম নীতি”। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা (অপরের সুখে আনন্দিত হওয়া) উপেক্ষাই (বৌদ্ধ সাধনায় পরম শান্ত ভাব) অহিংসা নীতি রক্ষা করিবার মূল উপাত্ত।

(২২) পঞ্চশীল (জীবন গঠনের প্রধান বিশ্লেষিত নীতি)

‘বুদ্ধ’ বস্তু, বাস্তবতা এবং বস্তু সংশ্লিষ্ট কার্যকারণহীন অপ্রাকৃতিক কল্পনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি (আদি, সনাতনী মানুষদের লোভে বশীভূত) কল্পনার সৃষ্ট “প্রভু চরণে” প্রাণী হত্যা করিয়া মিথ্যা মুক্তির বা অযথা পুণ্য সঞ্চয়ের নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই।

শক্তিহীন অবাস্তব ‘কল্পনার প্রভু’ নামে সহস্র সহস্র পশুবলি একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়া “বুদ্ধের করুণাম্রাত হৃদয়” বলিয়া উঠিয়াছিল ভোগে, মিথ্যা ধর্মানন্দের নামে এবং পুরোহিত্যকে স্থায়ী করণে যুক্তিহীন প্রাণীহত্যা নিষ্প্রয়োজন। ইহাই প্রাণী হত্যা না করিবার আসল উদ্দেশ্য। তাই তিনি আহবান জানাইয়াছিলেন-

(১) পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি:

প্রাণী হত্যা হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

(ধর্মের নামে বা কল্পিত কোনও শক্তির নামে পশু বলি অবাস্তব এবং যুক্তিহীন।)

সত্য নিবেদন

“বড় পশু পাখি জীবজন্তু ছোটরে ধরিয়া খায়,
ইহাদের জ্ঞান বিনিময় নাই, নাই জীবিকার অন্য উপায়।
ইহাদের ত্রাণকর্তা নাই, নাই মুক্তিদাতা,
তাইতো খেয়াল খুশীমত ছোটরে ধরিয়া খায় উদর যন্ত্রণায়,
ইহারা কল্পিত নামে প্রাণী পূজা করে না,
করে ক্ষুধা নিবারণ বাঁচিয়ে রাখিতে জীবন,
প্রাণী হইয়া প্রাণী ভক্ষণ ইহাদের জীবিকা,
কল্পিত নামে ইহারা করেনা মানুষের মত প্রাণীহত্যা।”

*পঞ্চশীল বা বুদ্ধের ধর্ম বুঝিয়া পালন করিতে হইলে আপন মনকে জানিতে হইবে, আপন মনকে জানিতে হইলে ধম্মপদের যমকবঙ্গের এক হইতে চার বাণী অন্তত শিক্ষা করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে। *বুদ্ধ আন্দাজে মনগড়া বা আত্মলোভে কোনও নীতি বা ধর্ম পরিবেশন করিতেন না। তিনি প্রত্যক্ষ ও হৃদয়ে বিশ্লেষণ করিয়া কুনীতি তথা অধর্ম সমূহের বিপরীতে ধর্ম বা সুনীতি পরিবেশন করিতেন, যেমন-

(২) অদিন্না দানা বেরমণী সিক্খা পদং সমাদিয়ামি:

অদন্ত বস্তু গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবার শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
অভাব বা স্বভাবের তাড়নায় যাহারা অন্যের সম্পদ চুরি বা না বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাদের চরিত্র বিশোধনের জন্য বুদ্ধ উক্ত বাণী পরিবেশন করিয়াছিলেন।

সত্য নিবেদন

“যাহারা শিক্ষায়, সংস্কারে, উপার্জনে, জ্ঞানে, গুণে উপযুক্ত নহে জীবন ধারণে,
তাহারাই হয়ত অন্যের ধন-সম্পদ করিতেছে লুণ্ঠন।
অদন্ত বস্তু গ্রহণ বা চুরি করা সামাজিক অন্যায়,
কেহ কেহ করিয়া থাকে ক্ষুধার জ্বালায়,
কেহ বা করিয়া থাকে বংশ পরম্পরায়,
কেহ কেহ করিয়া থাকে অতিধন বৃদ্ধির আশায়,
বুদ্ধের বাণী গুলো শ্রেষ্ঠ মানবিকতায়,
প্রত্যহ শিক্ষা কর অন্তত সকালে সঙ্ক্যায়।”

(৩) কামেসু মিচ্ছাচার্য বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি:

ব্যভিচার (কামাচার) হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
বুদ্ধ অশালীন অসামাজিক কামচর্চা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন অন্যায় কামচর্চা হইতে বিরত থাকিবার জন্য।

সত্য নিবেদন

“অশালীন অশোভন কামে জর্জরিত সমাজ যখন
মহামানব বুদ্ধ স্বচক্ষে তাহা করিয়া অবলোকন,
দেশনা করিতেন মানব তরে অন্যায় কামচর্চা করিতে সংশোধন ।
সামাজিক বন্ধনে পবিত্র মিলনে মানব জন্ম,
পঞ্চনীতি সহ বুদ্ধ বাণী শিক্ষা করিয়া পালন করিলে
তবেইতো রক্ষিত হইবে সত্যধর্ম ।”

৪) মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি:

- * মিথ্যা বাক্য হইতে বিরত শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।
- * মিথ্যা কথা বিশ্বাস ঘাতকতা সৃষ্টি ও শত্রুতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে ।
- * মিথ্যা কথা জীবনের শান্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করিয়া থাকে ।
- * দুষ্ট দুরাচারের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে কখনও কখনও মিথ্যা কথা বলিতে হয় ।
- * ভালো এবং সত্য কর্ম সম্পাদন করিতে প্রয়োজনে মিথ্যা বলা অযুক্তিক নহে ।

সত্য নিবেদন

“অথথা অন্যায় মিথ্যা কখন
দূষিত করে সত্য জীবন,
পবিত্র জীবিকায় জীবন না করিলে গঠন,
মিথ্যাশ্রয়ে চরিত্র হইবে দূষণ ।
স্বার্থের খেলায় দুর্জন করে যদি আক্রমণ
স্ব-প্রাণ বাঁচাইতে মিথ্যা বলিবে তখন ।”

৫) সুরামেরেয় মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি:

সুরামেরেয় মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদ করণ হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। বুদ্ধ স্বচক্ষে অবলোকন করিতেন সনাতনী আদি, পুরাতন মানুষেরা সুরামদ্য পান করিয়া বিবিধ উৎকট অন্যায় ধর্মাচরণে লিপ্ত থাকিত।

ধর্ম বলিতে যদি নিয়ম নীতি, শৃংখলা বা জীবন গঠন বুঝায় তাহা হইলে বিবিধ ধর্ম অনুষ্ঠান সমূহে সুরামদ্য ইত্যাদি নেশায়ুক্ত দ্রব্যপান করিবার কোনও যুক্তিতো থাকার কথা নয়।

* মদ্যপানে বেহুস হইয়া কল্পিত শক্তির নামে আরাধনা, প্রার্থনা ইত্যাদি এমন বিজ্ঞানের যুগেও পালন করা মানব সভ্যতার নামে জঘন্যতম অপরাধ।

সত্য নিবেদন :

“স্থান কাল পাত্র ভেদে সুরামদ্য পান
হয়ত তাহা স্ব স্ব দেশ কালের প্রাকৃতিক বিধান
ধর্মের নামে সুরাপান নগ্ন চর্চা সমান,
তাইতো বুদ্ধ আহবান জানাইয়াছিলেন
রমণ না করিতে, করিয়া মদ্যপান।”

(২৩) মঙ্গল সূত্রে জীবন গঠন

বুদ্ধ পরিবেশিত “মঙ্গল সূত্র” বা বাণী মানব জীবন গঠন করিবার একটি সুচিন্তিত বিশ্ব বিখ্যাত জীবন দর্শন। ইহার অর্থ ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, শুধু সুরে সুরে ছন্দে ছন্দে পাঠ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় হইবে বলিয়া মনে করিলে তাহা জীবন গঠনের কোনও কাজেই আসিবেনা।

মঙ্গল সূত্র বহু পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। তথাপি ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আমিও সন্নিবেশন করিয়াছি।

“যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিত্তিয়ংসু সদেবকা,
সোখানং নাধি গচ্ছন্তি অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং,
দেসিতং দেব-দেবেন সৰ্ব পাপ-বিনাসনং,
সৰ্ব লোক হিতথ্থায় মঙ্গলং তং ভনামহে।”

বুদ্ধের সময়ে জম্মুদ্বীপবাসী পণ্ডিতবর্গ এবং সাধারণ মানুষেরা (আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল তথা) মানব জীবন গঠনের বাণীসমূহ বার বৎসর কাল গভীর গবেষণা করিয়াও নির্ধারণ করিতে পারেন নাই।

এবম্বে সুতং একং সময়ং ভগবা সাবখিযং বিহরতি জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকস্ আরামে।

অথ খো অঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবন্না কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্তা, যেনভগবা তেনুপ সংকমি, উপসন্ক মিত্তা ভগবন্তং অভিবাদেত্তা একমন্তং অট্ঠাসি, একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্জবাসি।

বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনোদ্যানে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর নির্মিত বিহারে অবস্থান কালে একদিন অতি প্রত্যুষে একজন দিব্য জ্ঞানী ব্যক্তি (কল্পিত দেবতা) বুদ্ধ সমীপে অভিবাদন জানাইয়া নিম্ন গাথায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

“বহু দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্কমানা সোধানং ক্রুহি মঙ্গলমুত্তমং।”

বহু দেবতা (কল্পিত শক্তি) জম্মুদ্বীপবাসী পণ্ডিতবর্গ ও সাধারণ মানুষেরা মানব মঙ্গল কিসে কিসে হয় তাহা কেহই সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় প্রণয়ন করিতে পারেন নাই। হে অমিতাভ আমার সর্বিনয় প্রার্থনা এই যে, মানব জাতির ধার্মিক জীবন গঠন করিবার জন্য আপনি মঙ্গলময় বাণীসমূহ পরিবেশন করিয়া উত্তরসূরীদের শ্রদ্ধাবনত হৃদয় মন্দিরে চির জাগরুক থাকিতে (নির্বাণ রচনা করিতে) আজ্ঞা হয়।

উক্ত প্রার্থনার অনুরোধে বুদ্ধ নিম্ন গাথায় বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত বাণীগুলো পরিবেশন করিয়াছিলেন।

“অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীয়ানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

মুখ্য ব্যক্তিদের সেবা না করা জ্ঞানী ব্যক্তিদের সেবা করা ও পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা, শ্রদ্ধা, সম্মান করা উত্তম মঙ্গল।

বুদ্ধের সময়ে সাধারণ মানুষেরা পুরোহিতদের মিথ্যা ধর্ম পরিচালনায় এতবেশী অন্যায় অসামাজিক কর্মে নিমজ্জিত ছিল যে, যেমন মদ্যপানে জ্ঞানশূন্য হইয়া

অবাস্তব ভক্তি নৃত্য করিত এবং বর্তমানেও তাহারা অপরিবর্তনীয় নেশায় মদমত্ত। তাহারা কল্পিত শক্তির নামে প্রাণী বধ করিয়া মাংস ভক্ষণে আনন্দ উপভোগ করিত এবং মাদকাসক্ত হইয়া অন্যায়া অসামাজিক কাম সম্মোহে লিপ্ত হইত। হাজার হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই আদি, সনাতনী কিছু কিছু মানুষেরা মদ্য ও রক্ত মোক্ষণ বন্ধ করিবার চরিত্র এখনও অর্জন করিতে পারে নাই। সুতরাং ঐ সকল মুর্থ ব্যক্তিদের সেবা করিয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ ওরা মদ মত্ত হইয়া সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেনা। সুতরাং মুর্থদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানীদের সঙ্গ লাভ করা উত্তম মঙ্গল।

যেই সকল মুর্থ পাপ কর্ম হইতে মুক্তি পাইতে চায় তাহাদের সেবা বা নীতি (ধর্ম) শিক্ষা দেওয়া মঙ্গল জনক।

“পতিরূপ দেশবাসো চ পুঙ্খো চ কতপুঞ্জতা,
অন্তসম্মাপগিষি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ধার্মিক জীবন-যাপন উপযোগী প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বসূরীদের সংকর্ম সমূহ অনুসরণ করা ও নিজেকে জীবন গঠন উপযোগী কর্মে পরিচালিত করা উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চক্ষুঃ শিল্পঞ্চ বিনয়ো চ সুশিক্ষিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

জীবন গঠন ও জীবিকা রক্ষা করিবার জন্য বহু সত্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুবাক্য ভাষণ উত্তম মঙ্গল।

“মাতাপিতৃ উপট্ঠানং পুণ্ডদারসুস সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কন্মস্তা এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

মাতাপিতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রের জীবন জীবিকা ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মঙ্গল।

“দানঞ্চ ধম্মচরিত্তা চ ঐগাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কন্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

ধর্ম আলোচনা ধর্ম আচরণ এবং ধর্ম অনুষ্ঠান ইত্যাদি সমাপনের পর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, যথা সম্ভব আত্মীয় স্বজনের উপকার করা ও সকল প্রকার ন্যায় নীতি, সত্য, পবিত্র কর্ম সম্পাদন করা উত্তম মঙ্গল।

“অরতি বিরতি পাপা মঙ্কপানা চ সৎসংসারমো
অপ্সমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

কায়িক ও মানসিক পাপে (অন্যায় কর্মে) অনাসক্তি (আসক্ত না হওয়া) শারীরিক ও মানসিক পাপে বিরতি, মদ্যাদি নেশাপানে (সংযম) বিরত থাকা অপ্রমত্তভাবে পুণ্য কর্ম (ন্যায় নীতি সত্য কর্ম) সম্পাদন করা ইত্যাদি উত্তম মঙ্গল।

“গারবো চ নিবাতো চ সন্তট্টীচ কতৎসুতা,
কালেন ধম্মসবণং এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

গৌরবনীয় ব্যক্তির প্রতি গৌরব ও বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা যথা সময়ে (বাল্যকাল হইতে) ধর্মশ্রবণ ও ধর্ম শিক্ষা করা উত্তম মঙ্গল।

“খম্মী চ সোবচসুসতা সমগানঞ্চ দসুসনং
কালেন ধর্মসাক্ষা এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

ক্ষমাশীল হওয়া, আদেশ পালনে সুবাস্যতা, শীলগুণ বিমন্ডিত শ্রমণগণের সাক্ষাৎ করা (অর্থাৎ জ্ঞানী ভিক্ষু শ্রমণদের কাছ হইতে উপযুক্ত সময়ে (বাল্যকাল হইতে) ধর্ম শিক্ষা করা উত্তম মঙ্গল।

“তপো চ ব্রহ্মচারিয়ঞ্চ অরিয় সচ্চানদসুসনং,
নিব্বাণং সচ্ছিকিরিয়া চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

অন্যায় কর্ম বর্জন ও সত্য ধর্ম উপলব্ধি করিবার জন্য গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু সম্পর্কে জানিবার জন্য (ব্রহ্মচার্য্য) বিশুদ্ধ মানবিক জীবন লাভের শিক্ষা করা। নির্বাণ অর্থাৎ উত্তরসুরীদের মাঝে জাগরুক থাকিবার জন্য দর্শন, সাহিত্য, কবিতা, গান, যাবতীয় বিজ্ঞানের আবিস্কার করিয়া প্রজন্মে প্রজন্মে শ্রদ্ধা সম্মানে গুণ জয়গানে মৃত্যুর পরেও নিজেকে অমর (নির্বাণ) রাখিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত কর্ম সম্পাদন করা উত্তম মঙ্গল।

**“ফুট্ঠস্ লোক ধম্মেহি চিত্তং যসস ন কম্পতি
অসোকং বিরজ্জং ধেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।”**

*লোক ধর্ম অর্থাৎ মানুষের ভাল মন্দ কর্ম। প্রত্যেক মানুষেরই লোভ, ঘেম, মোহ থাকা স্বাভাবিক কিন্তু লোভ, ঘেম, মোহ হইতে নিজেদেরকে সংযত রাখিয়া জীবনের চাহিদা পূরণ করাই বাঞ্ছনীয়। লোকধর্মে অবিচলিত থাকা অর্থাৎ- লোভ, যশ, প্রশংসা ও সুখে অযথা অন্যায় ভাবে মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ অভিলাষ করা হইতে মুক্ত থাকা মঙ্গলজনক। অন্যথায় অলাভে, অয়শে নিন্দায় এবং দুঃখে অত্যধিক হতাশ ও দুঃখিত হওয়া বা পরশ্রীকাতরতা বশত অন্যের ক্ষতির চিন্তা বা অমঙ্গলের চিন্তা করা হইতে বিরত থাকা মঙ্গলজনক।

**“এতাদিসানি কত্বান সব্বমপরাজিতা
সব্বম সোম্মিং গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমম্ভি ।”**

উপরোক্ত মঙ্গল কার্যসমূহ যথার্থভাবে শিক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারিলে সুখ-সমৃদ্ধিময়তা, মানবিকতা ইত্যাদি গুণ অর্জন করা অতি সহজেই সম্ভব।

(২৪) “জন্ম” জন্মান্তর নয়

অর্থ ধন, সম্পদহীন জীবন দুঃখময়। অশিক্ষিত, জ্ঞানহীন, জীবন সত্যকে যুক্তি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারেনা, উপলব্ধি করিলেও স্বার্থের জন্য সত্য স্বীকার করেনা। বুদ্ধের সময়ের অজ্ঞ অশিক্ষিত অবোধ মানুষদের মিথ্যা কর্ম বিদূরীতে বুদ্ধ নিম্ন গাথা পরিবেশন করিয়াছিলেন।

**“অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিসং অনিববিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং” ।**

ধম্মপদ জরাবগ্গো-১৫৩

গৃহকারকের সন্ধান করিতে গিয়া যথার্থ জ্ঞানাভাবে তাহাকে না পাইয়া সংসারে অনেক জন্ম পরিভ্রমণ করিয়াছি।

পুনঃ পুনঃ জন্ম, দুঃখ জনক।

বিশ্লেষণঃ গৃহকারক বলিতে আমি নিজে। আমি যথা উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে জীবনকে শিক্ষা- দীক্ষায়, অর্থ, ধন, সম্পদে সুগঠিত ও সুখময় করিতে পারি

নাই। জীবন চালাইবার স্থায়ী চালিকা শক্তি না থাকায়, অর্থাৎ অর্থের অভাবে আমি বার বার দুঃখ কষ্টে পতিত হই। জীবনের মাধ্যম (অর্থ) হীনতায় বার বার দুঃখ ভোগ করাকেই বুদ্ধ বার বার জন্ম বা পুনঃ পুনঃ ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। কার্যকারণ নীতি ধর্মে প্রত্যেক বস্তুই ঘাত প্রতিঘাতে আকর্ষণে বিকর্ষণে উদয় বা জন্ম হয় এবং আরও কার্য-কারণে লয় ও বিলয় হইয়া নির্দিষ্ট রূপে-গুণে পুনঃরায় ফিরিয়া আসেনা। জন্মান্তর বা জন্ম রোধ মানুষকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা ইহারা সত্য নহে উদাহরণ মাত্র।

মানুষ বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত বিধায় অন্য বস্তুর মত প্রাকৃতিক কার্যকারণের অদৃশ্যতায় মিশিয়া যায়। মানুষ ও সাধারণ প্রাণী বস্তুর মধ্যে পার্থক্য শুধু জ্ঞান বিনিময়ে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিনিময় করিয়া শিক্ষায় ধনে গুণে মানে জীবনকে সুখ সমৃদ্ধিময় করা। সুখ সমৃদ্ধিময় জীবন পুনঃ জন্ম বন্ধ করিতে সক্ষম অর্থাৎ পুনঃ জন্ম উদাহরণ মাত্র। পুনঃ পুনঃ জন্ম উদাহরণ হইলে জন্মান্তর বলিয়া কোনও পরিণতি সত্য নহে। জন্মান্তর অজ্ঞ, অজ্ঞানী, দুঃখী মানুষদেরকে শুদ্ধ এবং সুখী করিবার বিশেষ উদাহরণ মাত্র।

(২৫) জন্ম রোধ প্রসঙ্গে বুদ্ধের বাণী

জ্ঞান বুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষায় ধন সম্পদে যেই ব্যক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ সে দুঃখ জয় করিতে পারে। (বাস্তব কর্ম সম্পাদন করিয়া জীবন মাধ্যম আহরণ করতঃ দুঃখ নিরসন করিতে পারাই জন্ম রোধের বিজ্ঞান সম্মত সত্যতা) দুঃখ জয় করিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জীবনকে সুখ সমৃদ্ধিময় করিতে পারিলে তাহাকে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না।

নিম্ন গাথায় বুদ্ধ তাহাই পরিবেশন করিয়াছিলেন।

“গহকারক। দিট্ঠোসি পুনঃ গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকুটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিস্তং তন্থাণং খয়মজ্জ্বাগা।”

ধম্মপদ: জরাবগ্গো-১৫৪।

গৃহকারক! এক্ষণে আমি তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তুমি পুনরায় গৃহ নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার সমুদয় পার্শ্বক (বরগা) ভগ্ন এবং গৃহকূট (শীর্ষ) বিচ্ছিন্ন (বিসংস্কৃত) হইয়াছে। আমার সংস্কার মুক্ত চিন্তা সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিয়াছে।

বিশ্লেষণ: গৃহকারক! অর্থ আমি নিজেই, আমি আমাকে বলিতেছি এতদিন আমি যথার্থ জ্ঞানের অভাবে পবিত্র উন্নত জীবন গঠন এবং জীবিকা রক্ষা করিতে পারি নাই। এখন আমার মন সংস্কার মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমার অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি যথা উপযুক্ত শিক্ষা ও সৎকর্মের দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া সুখ আনয়ন করত সারা জীবনের জন্য দুঃখ ভোগ বন্ধ করিতে হইবে। আমি আমার দুঃখ জড়িত ইতর, অবহেলিত নিকৃষ্ট তৃষ্ণারাজি আপন প্রজ্ঞাগ্নি দ্বারা পুড়িয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছি। অর্থাৎ আমি আমার তৃষ্ণা কুসংস্কার সমূহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

উদাহরণ:

যাহাদের অর্থ ধন (এবং জ্ঞান) আছে তাহারা অনায়াসে পাকা ঘর বাঁধিয়া সুখে আরামে বাস করিতেছে ঝড় তুফান প্লাবন ইত্যাদি সহজে পাকাঘর উড়াইয়া নিতে এবং প্লাবন ভাসাইয়া নিতে পারিবেনা। অর্থ, ধন, সম্পদ এবং জ্ঞানে, গুণে যাহারা বলীয়ান এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

যাহাদের দুঃখ নাই তাহাদের পুনঃ জন্ম নাই, পুনঃ জন্ম না থাকার অন্য নাম জন্ম রোধ আর জন্মরোধ মানেই নিজেকে সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অতঃপর মৃত্যু নামক পরিণতিতে প্রাকৃতিক বলয়ে বিলীন হইয়া যাওয়া, বিলীন হইয়া গেলে কোনও বস্তুই একই রূপে গুণে ফিরিয়া আসে না।

(কার্যকারণ নীতি)

উপরোক্ত 'বাস্তব' প্রকৃতির দ্বারা প্রজ্ঞাদীপ্ত জ্ঞানে বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণে বিচার করিয়া দেখিলে মানুষ প্রধানত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

* উপরোক্ত কথা সত্য হইলে প্রথমতঃ “আমি আমার মাতা পিতার ক্রীড়ার ফল, দ্বিতীয়ত, আমি আমার জীবন গঠন করিতে পারা না পারার ভালো মন্দ, কাজের ফলের অধীন, তৃতীয়ত আমি প্রকৃতির কার্যকারণ খেলার বস্তু। সুতরাং আমি ভালো এবং খারাপ কাজ যেটাই করি না কেন উহাদের ভালো মন্দ কাজের ফল প্রাপ্তি এই পৃথিবীতে পাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। “কার্যকারণ নীতি” আন্দাজের কোনও বিষয়বস্তু নয়। জন্ম জরা, ব্যাধি মৃত্যু প্রকৃতির কার্যকারণ নীতিতে ঘটয়া থাকে উক্ত যুক্তিতে ভালো কাজের সুনাম এবং মন্দ কাজের দুর্নামের বিচার ব্যবস্থা কার্যকারণ সম্বন্ধে এই পৃথিবীতে সম্পন্ন হওয়া উচিত। উক্ত কথা বা প্রশ্ন যদি সত্য হয় তাহা হইলে অন্যায় কাজের অথবা পাপের ফল কেন বার বার জন্ম গ্রহণ করিয়া নরকে ও যমলোকে পতিত হইয়া ভোগ করিতে হইবে? পুরাতন বা সনাতনী মানুষদের মিথ্যা অবাস্তব ধর্মচর্চা দূর করিতে বার বার জন্ম, নরক ও যমলোক এবং জন্ম রোধ, স্বর্গ ও দেবলোক ইত্যাদি বুদ্ধের প্রাজ্ঞল উদাহরণ, ইহারা সত্য নয় অথচ সত্যের চাইতে বেশী সত্য মনে হয়। ইহারা মানুষের চরিত্র বিশোধনের কল্পনাশ্রিত চেষ্টা মাত্র। উপরোক্ত জরাবৃদ্ধগোর ১৫৩ ও ১৫৪ নং গাথা (ধর্মপদের) বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, একই বস্তুর বার বার জন্ম বা জন্ম রোধ বলিতে কোনও নীতি সংগঠিত হয় না।

বিশেষ বিশ্লেষণ :

ক্ষণ বস্তুবাদ প্রকৃতির কার্যকারণে সংগঠিত হইয়া থাকে। মানুষ ‘বস্তুর’ সমন্বয়ে গঠিত বিধায় অন্যান্য বস্তুর মত প্রকৃতির কার্যকারণ ক্ষণে ক্ষণে, মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের দেহমানে কার্যকরী হইয়া থাকে। মানুষ মানুষকে নিজের জন্য যতখানি পরিচালিত করিতে পারে না প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় কার্যকারণ ধারা মানব দেহমানে চরিত্রে, রোগে, জরা, ব্যাধিতে অধিক কার্যকরী হইয়া থাকে। যেমন নারী পুরুষ দূর ব্যবধানে বিরাজ করিলেও চুম্বক আকর্ষণের চাইতেও বহু গুণে মিলন আকাজ্ছ্য দেহমন কামসিক্ত হইয়া মনে মিলন বাসনা জাগায়। বাসনা তৃপ্তির পরিণতিতে সন্তান উৎপাদন, তারপর ক্ষুধা যাতনা, বেদনা, রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি অবশেষে মরণ, এইভাবে সকল প্রাণী কুলের জীবন হইবে সমাপন, বিশেষ জ্ঞানে বাস্তব বিশ্লেষণে ঐটুকু রাখিও শরণ।

বিস্তারিত বিশ্লেষণ :

* আলো, বাতাস, মাটি, পানি, জল রবির দূরত্বে করিয়া সিঞ্চন এরি মাঝে যত খেলা ভাঙ্গা গড়া জন্ম ক্ষুধা জরা, ব্যাধি, মরণ। যাহা চক্ষে দেখা যায় মনোন্দ্ৰিয়ে ভাবা যায় অদৃশ্য হইলেও পৃথি রবির সীমানায় এহেন অবস্থায় আমি কে, কি আমার উপাদান, মা-বাবার দূরত্বে আমি কোথায় ছিলাম, শূন্য মাঝে কি ছিল আমার নাম। মনের মিলনে সামাজিক বন্ধনে দোহাতে মিলিয়া কার্যকারণে পরমাণু পরিমাণ আমার উপাদান মাতৃজঠরে সম্পৃক্ত হইয়া তিলে তিলে গড়িয়াছে আমারে অতঃপর আমার নাম মানব সন্তান। অথচ জন্মের মুহূর্ত পরেই পাপ পঙ্কিলতা না ছুঁইতে আমারে প্রকৃতির অশুভ কার্যকারণ পাঠাইতে পারে আমার মরণ সমন। মহামানব বুদ্ধের প্রতীত্য সমুৎপাদ (কার্যকারণ নীতি) ক্ষণ বস্তুবাদ (মুহূর্তে মুহূর্তে বস্তুর ক্ষয়) বিশেষ জ্ঞানে সত্য যদি হয় তাহা হইলে কোনও বস্তুই একই রূপে গুণে পুনঃ জন্ম সৃষ্টি নাহি হয়।

* অবোধেরে বোধিতে বহুকথায় গাথায় বাণীতে বুদ্ধ হয়ত দিয়াছিলেন অজস্র উদাহরণ মিথ্যা অনুসারী, অন্যায় কলুষিত কর্মে রমিত যাহাদের জীবন, তাহাদের দুঃখ মুক্তি সুখ সমৃদ্ধি, শিক্ষায় জ্ঞানে গুণে জীবন করিতে গঠন, খারাপ কর্ম রোধিতে জন্মান্তরের উদাহরণ, অন্যায় কলুষিত কর্ম করিয়া বর্জন, বুদ্ধ রচিত ধর্মপদের জরাবগ্গোর ১৫৪ এবং অরহন্ত বগ্গোর ৯৫ বাণীতে মানুষ জন্ম রোধ কিভাবে করিতে পারে তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় করিয়াছিলেন উদঘাটন। উক্ত বাণীদ্বয় পড়িলে শিখিলে করিলে বিশ্লেষণ তবেইতো জীবন বিশুদ্ধির পথ খুঁজিয়া পাইবে, হইবে না পুনঃ জনম জনম।

(২৬) জন্ম রোধ প্রসঙ্গে বুদ্ধের উদাহরণ (২)

পঠবীসমো নো বিরুদ্ধতি
ইন্দ্রখীলুপমোতাদি সুব্বতো
রহদো ব অপেত কদমো
সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো।

(ধর্ম পদ অরহন্তবগ্গো-৯৫)

যিনি পৃথিবীর ন্যায় অকুরু স্তম্ভের ন্যায় দৃঢ়, (ইন্দ্রখিল) সরোবরের ন্যায় অনাবিল তাদৃশ্য ব্যক্তির সংসার ভ্রমণ (জন্মান্তর) হয় না।

বিশ্লেষণ :

বুদ্ধ সাধারণভাবে পৃথিবীর অক্লান্ততার (শান্তখাকার) সঙ্গে মানুষের অক্লান্ত এবং ধৈর্যশীল পবিত্র চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। যাহারা ক্রোধহীন তাহারা সাধারণত জ্ঞানী, যাহারা জ্ঞানী তাহারা উপযুক্ত কাজের দ্বারা জীবনকে সুখ সমৃদ্ধিময় করিতে পারে। সুখ সমৃদ্ধিময় জীবনে দুঃখের হেতু থাকে না, দুঃখের হেতু না থাকিলে বার বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অর্থাৎ দুঃখে দুঃখে বার বার কষ্ট পাইতে হয় না, পুনঃ পুনঃ কষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়াই জন্ম রোধের উদাহরণ।

- শক্ত মজবুত লৌহ শলাকা এবং সিমেন্ট সংযুক্ত স্তম্ভ (ইন্দ্রখীল) দ্বারা যেমন পাকা দালান তৈরী করা যায় তদনুরূপ যেই ব্যক্তি নিজেকে শিক্ষায়, ধনে, গুণে, মানে, যশ খ্যাতিতে সারাজীবনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন তাহার দুঃখ বিনাশ হইয়া সুখে সুখে জীবন সুখময় হইবে। যাহার দুঃখ বা দুঃখের কারণ নাই তাহার পুনঃ জন্মও নাই। ● যাহারা সরোবরের মত (স্বচ্ছ জলাশয়) অনাবিল, মুক্ত নিবেদিত স্বার্থে সংযত ও বেদনা, যাতনাহীন তাহাদের দুঃখ থাকিবার কথা নয়, যাহাদের দুঃখ নাই-তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্মের হেতু বা কারণ থাকেনা। হেতু বা কারণ না থাকিলে জন্ম হইবে কেমনে, জন্ম না হইলে মৃত্যুইবা কি ভাবে হইবে। *মহামানব বুদ্ধের উদ্ভাবিত ক্ষণ বস্তুবাদীয় কার্যকারণ নীতিই প্রমাণ করিয়া দেয় উক্ত গাথাও একটি প্রাঞ্জল উদাহরণ। মানুষেরা যেহেতু জ্ঞান বিনিময়কারী শ্রেষ্ঠ জীব তাহাদের অনায়াসেই বুঝিতে পারা উচিত যে, পৃথিবীর সকল বস্তুই প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় কার্যকারণ নীতিতে উদয়, লয়, বিলয় বা জন্ম- সৃষ্টি, ধ্বংস এবং বিলীন প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিতে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, যেই বস্তু অদৃশ্য হইয়া যায়, উহা একই রূপে গুণে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার “প্রাকৃতিক কোন নিয়ম প্রকৃতিতে বা পৃথিবীতে নাই”। সুতরাং বুদ্ধের উপরোক্ত উদাহরণ ‘একটি শ্রেষ্ঠ বাণী’। যেই বাণী মানুষের জীবনকে সুখ সমৃদ্ধি এবং চারিত্রিক গুণ সুসমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। চরিত্রবান সুখময় জীবনের অধিকারী ব্যক্তির পুনঃ জন্ম নাই পুনঃ জন্ম না থাকাই জন্ম রোধ। যাহারা অর্থ ধন এবং যোগ্যতাহীনতায় বিবিধ কলুষ কর্মে নিয়োজিত থাকিয়া সারাজীবন দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, জন্মান্তর বা পুনঃ পুনঃ জন্ম তাহাদের জন্য “শাস্তি স্বরূপ” উদাহরণ মাত্র।

- উক্ত বাণী যাহারা পড়িয়া শিখিয়া বিশ্লেষণ করিয়া জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইবেন তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম রোধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ দুঃখহীন সুখ সমৃদ্ধিময় বিশুদ্ধ জীবন গঠন করিতে পারাই জন্ম রোধের একমাত্র শর্ত। *‘কামতৃষ্ণা’ অদৃশ্য মহাশক্তি’ যেই শক্তির গঠন বা রূপরেখা নাই। কামতৃষ্ণা দৈহিক কার্যকারণে মাতৃজঠরে সম্ভান রূপে গঠিত হইয়া থাকে। অতপর জীবন অবসানে প্রকৃতিরই পুনঃ ‘কার্যকারণের ক্রমধারায় মৃত্যুরূপে’ বিলয় হইয়া আবারো প্রকৃতিতে মিশিয়া যায়। উক্ত ধারায় কোনও প্রাণীই পুনঃ নির্দিষ্টতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং জন্মের পূর্বে বা মৃত্যুর পরে সকল সৃষ্টি প্রকৃতির বিশালতা ছাড়া আর কিছু নয়।

(২৭) অনিত্য

- বস্তু এবং বস্তুর রূপ রস, রং, গন্ধ, সুগন্ধ, গঠন এবং চরিত্রের অস্থায়ীত্বের ও অকার্যকারীতার অর্থ অনিত্য। ‘বস্তু সমূহ’ প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় কার্যকারণ সংস্কার ধর্মে লিপ্ত হয়, বস্তু বিহনে অনিত্য কাজ দৃশ্যমান হয় না। সূক্ষ্ম স্থূল, দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু সমূহের অনিত্যতায় মূলত মানুষের কোনও হাত নাই। উপরন্তু মানুষ, প্রকৃতির সংস্কার নীতিতে কম বেশী সময়ের ব্যবধানে জরা জীর্ণে, রোগ ব্যাধিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির অদৃশ্য শক্তিতে বিশেষভাবে লীন হইয়া যায়, বস্তু সমূহের লীনতাই অনিত্যতা। পদার্থ সমূহ লীন হইয়া যাইলেও উহাদের নির্যাস মহাশক্তি রূপে ‘কার্যকারণ নীতি’ সংগঠিত করিয়া থাকে। *কার্যকারণ প্রবাহ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর নীতি ধারায় নব নব স্থূল পদার্থ সমূহকে যেমন সৃষ্টি করিয়া থাকে তেমনি নির্জীব গুণহীন পদার্থের সঙ্গে সংস্পর্শিত হইয়া অনিত্য পদার্থ সমূহকে আত্মাবান করিয়া নিত্যরূপ প্রাণবন্ততা এবং প্রাণ সঞ্চার করিয়া থাকে। *আকাশময় বিশাল কার্যকারণ শক্তিই পদার্থ সমূহকে কখনও নিত্য রূপে আবার কখনও ইহারই খুশীমত অনিত্যে মিশাইয়া দেয়। সুতরাং প্রবাহমান বিশাল শূন্যতা না থাকিলে পদার্থ সমূহ উৎপত্তি হইত না, পদার্থসমূহ উৎপত্তি না হইলে কার্যকারণ সংঘটিত হইয়া প্রাণ সঞ্চার হইত না প্রাণ সঞ্চার না হইলে, প্রাণী সৃষ্টি হইত না।

- প্রাণী সৃষ্টি না হইলে প্রজন্ম ধারায় জন্ম এবং লয়-মৃত্যু হইত না, লয় মৃত্যু বা ধ্বংস না হইলে অনিত্য জ্ঞান উৎপত্তি হইত না। মহামানব বুদ্ধের উদ্ভাবিত

কার্যকারণ নীতিতেই’ অনিত্য নিত্য, অথবা নিত্য অনিত্য ধারা প্রবাহমান।
অতএব- ‘কার্য কারণ নীতি মহাজ্ঞানে পবিত্র মনের কষ্টি পাথরে বিশ্লেষণ
এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, “যাবতীয় সংস্কার” ‘অনিত্য’ ইহা
যখন লোকে প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন তখন তিনি অন্যায় ও কলুষ কর্ম
হইতে সংযত ও বিরত থাকিবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন ইহাকেই বুদ্ধ
বিশুদ্ধ হইবার মার্গ বা পথ বলিয়াছিলেন।

- **বিশুদ্ধি মার্গ অর্থ :** নিজেকে বিশেষভাবে শুদ্ধ করিবার পথ, দুঃখের প্রতি
বিরাগ প্রাপ্ত হওয়া অর্থ - দুঃখকে জয় করা অর্থাৎ সত্য-সুন্দর পবিত্র, বিশুদ্ধ
কর্ম সম্পাদন করিয়া জীবন জীবিকার মাধ্যম আহরণ করত সুখ-সমৃদ্ধিময়
মানব জীবন গঠন করিতে পারাই হইতেছে অনিত্য সংস্কার মাঝে সার্থক
নিত্য জীবন। নিত্যানন্দময় জীবন গঠনের জন্যই বুদ্ধের অনিত্যবাদ।
- বুদ্ধের এই গাথার সারমর্ম : যেহেতু পৃথিবীর সকল বস্তু অনিত্য সেহেতু
সৃষ্টির সেরা জ্ঞানী মানুষের জীবন কেন অনিত্য হইবে? জ্ঞান বিনিময় করিয়া
বাঁচিয়া থাকা অবধি মানুষ নিজেকে নিত্যরূপে গঠন করিবার জন্যই তিনি
অনিত্য গাথা পরিবেশন করিয়াছিলেন।
- সুতরাং বুদ্ধের ‘অনিত্য’ উদ্ভাবন সাধারণ তথা জ্ঞানী মানুষদের জন্য মোটেও
অনিত্য এবং অসার নয়।

(২৮) দুঃখ

‘সকল সংস্কার দুঃখ’ এই ছোট্ট বাক্যটি কতখানি যে সত্য, তাহা ভালোভাবে
বিশ্লেষণ না করিলে কখনও হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পূর্ব পুরুষ হইতে বংশানুক্রমে
মাতাপিতার মিলন সংস্কার দ্বারা সন্তানের জন্ম। জন্ম হওয়া বড় কথা নয়,
মানবিক গুণে অর্থে, ধনে, সুখ-সমৃদ্ধিতে গঠন করাই আসল কথা। ক্ষুধা, জরা,
ব্যাদিগুলো প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় সংস্কারের সৃষ্টি, এগুলোকে জীবনের মাধ্যম দ্বারা
সুনিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে উদর যন্ত্রণায় মন এতই বিক্ষিপ্ত হইয়া পরে যে
বিক্ষিপ্ত মন কলুষিত হইয়া নানা রকম দুঃখ সৃষ্টিকারী (কর্ম) কাজ সংঘটিত
করিয়া থাকে। কলুষিত কর্মের
ফলকেই বুদ্ধ খারাপ সংস্কার ধর্মী দুঃখ বলিয়াছিলেন।

- অজ্ঞানতা, অলসতা, সিদ্ধান্তহীনতা, কর্ম এবং মাধ্যম হীনতা ইত্যাদি দুঃখের মূল কারণ, প্রকৃতির সৃষ্ট দুর্যোগ সাধারণ দুঃখের কারণতো বটেই। মানব জীবনের এই সব দুঃখ সমূহকে বুদ্ধ তিলে তিলে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন “সবের সম্ভাৱা দুঃখাতি” সকল সংস্কার দুঃখময়, যাহারা ইহা জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে সক্ষম হন তাহারা দুঃখ মুক্তির বিশেষ শুদ্ধ পথ (অর্থাৎ বিশুদ্ধি মার্গ) খুঁজিয়া পান।
- মানুষের দুঃখ এবং দুঃখ মুক্তি সম্পর্কে জাগ্রত করিতেই মহামানব বুদ্ধের ‘দুঃখসত্য’ উদ্ভাবন। তিনি বলিয়াছিলেন দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে সকল প্রকার অন্যায় কলুষিত কাজ বর্জন করিয়া জীবনকে শিক্ষায় অর্থে, ধনে, মানে, বোধ জ্ঞানে, পবিত্র প্রসন্ন মনে সৎজীবন জীবিকায় আপন আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়া সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে। দুঃখ আৰ্য সত্য, আৰ্য অর্থ সুসভ্য, শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। *মানব জীবনের দুঃখ অনন্য ও অন্যতম সত্য, জরা, ব্যাধিতে পতিত হওয়া প্রাকৃতিক সত্য, ক্ষুধা জরা, ব্যাধি ইত্যাদি হইতে নিজেকে রক্ষা করাই আসল সত্য এবং কর্তব্য। দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করাইবার জন্যইতো বুদ্ধের ধর্ম বা জীবন দর্শনের উদ্ভাবন।
- প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের বন্ধনইতো অন্যতম দুঃখের কারণ, ক্ষুধা, জন্ম জরা, ব্যাধির উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে না পারাই দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ।
- বুদ্ধ বলিয়াছিলেন মানুষের জ্ঞান এবং জ্ঞান বিনিময় আছে, অতএব সৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া সুখ আনয়ন করিতে পারিলে শত সহস্র দুঃখ হইতে বহুল বহুলাংশে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। আপন আপন সত্য, সুন্দর, পবিত্র ও বিশুদ্ধ কর্ম সম্পাদন করিয়া ‘দুঃখ’ হইতে মুক্তি লাভ করিতে দুঃখ অন্যতম সত্য বলিয়া বুদ্ধ মানব কুলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায় অর্থ-ধন-সম্পদে এবং উন্নত চরিত্রে নিজেকে গঠন করিতে পারাই দুঃখ মুক্তির অন্যতম শর্ত। এই ক্ষেত্রে দুঃখজনিত জন্মান্তর এবং কর্মান্তর উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় মাত্র।

(২৯) অনাত্ম-আত্মা

অনাত্মা হইতেছে বস্তু সমূহের আত্মাহীন অবস্থা। বস্তুসমূহ কার্যকারণের অভাবে অনাত্মা হইলেও উহাদের মধ্যে আত্মার উপাদান বিদ্যমান থাকে।

প্রাকৃতিক কার্যকারণ ঘটিলেই অর্থাৎ পানি আলো তাপ ও বাতাস ইত্যাদি, কোনও নির্জীব শুষ্ক বস্তুতে সংমিশ্রিত হইলেই ঐ বস্তুতে সংবেদনশীলতা, স্পর্শকাতরতা ও অনুভূতি প্রবণতা ইত্যাদি দ্বারা আলিঙ্গন, মিলন, মস্থন, সিঞ্চন, লেপন, মর্দন, শোষণ ও নিষ্পেষণ ইত্যাদি ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া অনাত্মা বস্তুসমূহে আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

‘অনাত্মা’ হইতেছে আত্মার পরিচয়হীনতা। ‘পরিচয়হীন অনাত্মা’ বস্তু বিহনে কার্যকরী হইতে পারেনা। উদাহরণ- একটি মাটির ঢেলা, শুকনো কোনও পাত্রে শুষ্ক অবস্থায় দীর্ঘদিন রাখিয়া দিলে উহাতে আত্মার উৎপত্তি হইবে না এই অবস্থায় মাটির ঢেলাটি অনাত্মা।

উক্ত মাটির ঢেলাটি বহুকাল অনাত্মা থাকিলেও উহাতে যদি পানি, আলো, তাপ, বাতাস ইত্যাদি সংস্পর্শিত হয়, তখন কিন্তু ঐ মাটির ঢেলায় সিঞ্চন কর্ম আরম্ভ হইয়া আত্মা তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, উক্ত ভেজা মাটিতে বীজ সংস্পর্শিত হইলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে, বীজের অঙ্কুরিত সময়টুকুই আত্মার উপস্থিতি।

● বস্তুসমূহ প্রকৃতির বন্ধনহীন (আলো, পানি, তাপ বাতাস) হইলে আত্মাহীন হয়। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন মানুষের জ্ঞান আছে জ্ঞান বিনিময় করিবার ক্ষমতা আছে, ক্ষুধার যন্ত্রণা আছে ও জীবন জীবিকার প্রয়োজন আছে অতএব মানুষের কি শুকনো মাটির ঢেলার মত নির্জীব অকার্যকরী গুণহীন অথবা আত্মাহীন হইয়া পড়িয়া থাকা শোভা পায়? মানুষের জীবনকে মানবিক গুণে সুখ সমৃদ্ধিময় করিয়া গঠন করিতেই বুদ্ধ আত্মা সংযুক্ত কার্যকারণ সমৃদ্ধ পবিত্র প্রাণবন্ত জীবন গঠন করিবার কথা বলিয়াছিলেন। পদার্থ, বস্তু এবং মানুষ প্রকৃতির অনিত্য ধারায় সময়ের ব্যবধানে অনাত্মা বা আত্মাহীন হওয়া প্রকৃতিগতভাবে চিরন্তন সত্য। ‘বুদ্ধ’ উক্ত সত্য অবলোকন করিয়া মানুষের প্রতি আহবান জানাইয়াছিলেন বাঁচিয়া থাকা অবধি জীবনকে সুখ সমৃদ্ধিতে জ্ঞানে-গুণে-শিক্ষায়-মান-সম্মানে-আত্মাশীল করিয়া গঠন করিতে অনাত্মার উদাহরণ দিয়াছিলেন।

- বুদ্ধ বলিয়াছিলেন সকল পদার্থই যেহেতু পরিশেষে অনাত্মরূপ পরিগ্রহ করে অন্তত বাঁচিয়া থাকা অবধি মানুষ কেন গুণহীন দুঃখময় অনাত্মরূপ পদার্থের মত অকার্যকরী হইবে। উক্ত বিশ্লেষণ হইতে সকলের জ্ঞাত হওয়া উচিত যে আত্মাশীল সুখময় ও প্রাণবন্ত জীবন গঠন করিতেই বুদ্ধ সুপ্ত অনাত্মার বাস্তবতা উদঘাটন করিয়াছিলেন।

(৩০) নির্বাণ

নির্বাণ শব্দের অর্থ নির্বাণিত হওয়া, প্রদীপ নিভে যাওয়া কিন্তু বুদ্ধের নির্বাণ মোটেও নিভে যাওয়া, অসার, অর্থহীন, গুণ, বস্তু, বাস্তবতা এবং বিজ্ঞানহীন নয়।

মানুষের সৃষ্টিশীল কাজকে চিরজীব চিরজাগ্রত এবং উত্তর সুরিদের মাঝে চির জাগরুক রাখিবার জন্য নিভে যাওয়া বা নির্বাণকে বুদ্ধ অনির্বাণে অর্থাৎ নিভিতে না দেওয়া অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সুতরাং যিনি নির্বাণ লাভ করিবেন উনাকে প্রথমে কি কি গুণের অধিকারী হইতে হইবে বুদ্ধ তাহা নিম্ন গাথায় পরিবেশন করিয়াছিলেন।

‘তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দলহপরাক্কমা
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগকথেমং অনুত্তরং’

ধম্মপদ অপ্পমাদবগ্গগো-২৩।

“বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যাহারা ধ্যান পরায়ণ সতত উদ্যোগী ও নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী সেই ধীর ব্যক্তিগণ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।”

বিশ্লেষণ:

ধ্যান পরায়ণতা সততা ও দৃঢ়পরাক্রমশীলতা ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, নির্বাণ পাইতে হইলে উক্ত গুণ সমূহ দ্বারা এমন কর্ম (কাজ) সৃষ্টি করিতে হইবে যাহা উত্তরসুরিদের পবিত্র জীবন গঠনে শিক্ষণীয় হইতে পারে। নির্বাণের উপাস্ত (জীবন গঠন উপযোগী উল্লেখযোগ্য কাজ) যিনি যত বেশী আবিষ্কার করিতে পারিবেন এবং তাহা যতবেশী কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য হইবে তিনি ততবেশী উত্তর সুরিদের স্মরণে, গুণ কীর্তনে, শ্রদ্ধা, সম্মানে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

*সৃষ্টিশীল শিক্ষণীয় এবং বিজ্ঞান সম্মত বাস্তব বিশ্লেষণে আপন মনের পবিত্র গুণ সুসমা দ্বারা বুদ্ধের নির্বাণের অর্থ বুঝিতে না পারিলে বুদ্ধ ধর্ম বুদ্ধ বাণী বা জীবন দর্শন কতখানি যে শ্রেষ্ঠ দর্শন তাহা কার্যকারণহীন অবাস্তব ভাব

ভক্তিবাদী পুরোহিত, গুরু অথবা সাধারণ মানুষেরা কখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ অবাস্তবতা এবং অবিজ্ঞানের সঙ্গে নির্বাণের কোনও সম্পর্ক নাই। নির্বাণ সৃষ্টিশীল অনন্য কর্মের (কাজের) জাগ্রত ফল প্রাপ্তি, যাহা বর্তমান প্রজন্ম হইতে অনাগত প্রজন্মের দ্বারা চির জাগরুক, চির স্মরণীয় হইয়া যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকিবে ততদিন শ্রদ্ধা সম্মানে গুণ জয় গানে অমরত্ব লাভ করিবেন।

দর্শন-ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আপন উদভাবিত, সাধারণ মানুষের হিত সুখকর শিক্ষা, জ্ঞান, ধন, সম্পদ শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদির অবদান যিনি আবিষ্কার করিয়া যাইতে পারিবেন তিনি উত্তর সুরীদের স্মরণ কর্মে চির জাগরুক থাকিবেন, উক্ত জাগরুকতার আদর্শিক নাম নির্বাণ।

বিশেষ বিশ্লেষণ :

- অনুমান, অবাস্তবতা পরিচয় ও অনুভূতিহীনতা অযথা দুর্বোধ্যতা, কার্যকারণহীনতা, অফলপ্রসূতা অদেখা এবং গুণহীনতা ইত্যাদি নির্বাণের উপাত্ত হইতে পারে না।
- নির্বাণের গুণ সুষমা অন্যান্য পদার্থ সমূহের মত লয়ে বিলয়ে বা জরা ব্যাধি মৃত্যুতে প্রকৃতিতে মিশিয়া যাইবার নহে।
- ‘নির্বাণ’ উত্তরসুরীদের শ্রদ্ধা-সম্মানে প্রাপ্ত ‘অমরকীর্তি’, যেই কীর্তি প্রজন্ম ধারায় বিবিধ স্মরণানুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যকরী হইয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিভাত হইয়া থাকে।
- যিনি যত বেশী জীবন গঠনের ধারা আবিষ্কার করিবেন এবং যার আবিষ্কার যতবেশী সাধারণ মানুষের জীবন গঠনে গ্রহণযোগ্য হইবে তিনি ততবেশী ‘নির্বাণ’ গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

নির্বাণের সত্যতা

মৃত্যুর পরেও মানুষকে ‘অমর’ কৃতিত্বে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য মহাগুণ সম্পন্ন ‘নির্বাণ’ প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধ নিজেই পৃথিবীর মানুষের কাছে ‘নির্বাণ গুণ’ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ‘অমরত্ব’ লাভ করিয়া শ্রদ্ধা সম্মানের সহিত ‘বুদ্ধ’ ‘বুদ্ধ’ নামে বিবিধ গুণ গাথায় রণিত ধ্বনিত হইয়া ‘ধর্ম বিজ্ঞানী’ এবং ধর্ম দার্শনিকের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশ্বমানব হৃদয় জয় করত চির জাগরুক রহিয়াছেন।

এক বসিয়াছিলেন মানব মঙ্গলময় অসাধারণ কোনও গুণকর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ যে কোনও ব্যক্তি ‘নির্বাণ’ লাভ করিতে পারেন। নির্বাণ লাভে বুদ্ধের বাণী সহায়ক হইতে পারে মাত্র উদ্যোগ কিন্তু আপনাকেই গ্রহণ করিতে হয়।

প্রকৃতির কার্যকারণ ব্যতীত, মানুষ জ্ঞানে-গুণে বিজ্ঞানে ধর্মাদর্মে সর্বজ্ঞাত,
বিশ্বশান্তি - অশান্তি, সুখ, দুঃখ, মানুষের নিয়ন্ত্রিত।
“নমো অমিতাভ”